ব্যাপ্‌টিষ্ট বিশ্বাসের স্বীকৃতি

১৬৮৯

Baptist Confession Of Faith

১৬৮৯

Translated into Bengali & proof-read
By believers in Bangladesh & Singapore
Under the Shalom Christian Media.

বিষয় বস্তু

১. পবিত্র বাক্য
২. প্রভু এবং ত্রিত্বপাক
৩. প্রভুর আদেশ
৪. সৃষ্টি
৫. স্বগীয় তত্ত্বাবধান
৬. মানুষের পতন, পাপ এবং শাস্তি
৭. প্রভুর চুক্তি
৮. মসীহ মধ্যস্থতাকারী
৯. স্বাধীন ইচ্ছা
১০. ফলপ্রসূ আহ্বান
১১. সততা প্রতিপাদন
১২. পোষ্য গ্রহন
১৩. পবিত্র করণ
১৪. নাজাতের বিশ্বাস
১৫. পাপের অনুশোচনা এবং নাজাত
১৬. ভাল কাজ
১৭. ধার্মিকদের অধ্যবসায়
১৮. নাজাতের নিশ্চয়তা
১৯. প্রভুর আইন
২০. সুসমাচার এবং তার প্রভাব
২১. ঈমানদারদের স্বাধীনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতা
২২. ইবাদত এবং বিশ্রামবার

২৩. বিধিসম্মত শপথ এবং অঙ্গীকার
২৪. গণ বিচারক
২৫. বিবাহ
২৬. মন্ডলী
২৭. ধার্মিকদের সহভাগিতা
২৮. বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজ
২৯. বাপ্তিস্ম
৩০. প্রভুর ভোজ
৩১. মৃত্যু ও পুণরুত্থানের পর মানুষের অবস্থা
৩২. শেষ বিচার

১.১ পবিত্র বাক্য

শুধু পবিত্র বাক্য নাজাতের সমস্ত জ্ঞান , বিশ্বাস এবং বাধ্যতার যথেষ্ট, নিশ্চিত এবং অভ্রান্ত নিয়ম। যদিও প্রকৃতির আলো সৃষ্টি কর্ম সমুহ ও তত্ত্বাবধান প্রভুর মঙ্গালতা , জ্ঞান এবং ক্ষমতা এত বেশি প্রকাশ করে যে, মানুষের অজুহাতের কোন সুযোগ নেই যে, প্রভুর জ্ঞান এবং ইচ্ছা নাজাতের জন্য আবশ্যক তারা তা সরবরাহে যথেষ্ট নয়। এই জন্য ইহা প্রভুকে সন্তুষ্ট করল রৌদ্র আলোকিত সময়ে বিচিত্র উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করতে এবং তাঁর মন্ডলীর নিকট তাঁর ইচ্ছা ঘোষণা করতে। পরবর্তীতে সত্যের অধিকতর ভাল সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য এবং মন্ডলী প্রতিষ্ঠা ও স্বস্থির জন্য মাংসের দুষন এবং পৃথিবী ও শয়তানের বিদ্বেষ হতে রক্ষা করতে, ইহা প্রভুকে সন্তুষ্ট করল, তাঁর প্রকাশিত সত্যকে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ ভাবে অর্পণ করতে এই জন্য পবিত্র বাক্য অতি আবশ্যক, ঐ সমস্ত আদি পন্থাসমুহ যা দ্বারা প্রভু তাঁর ইচ্ছা তাঁর মানুষের নিকট প্রকাশ করতেন এখন তার সমাপ্তি ঘটল। গীত.১৯:১-৩; হিতো. ২২:১৯-২১; যিশা. ৮:২০; লুক.১৬:২৯,৩১; রোম. ১:১৯-২১; ২:১৪-১৫; ১৫:৪; ইফি.২:২০; ২ তীম. ৩:১৫-১৭; ইব্রীয়.১:১; ২ পিতর .১:১৯,২০।

১.২ পবিত্র বাক্য শিরোনামে (অথবা প্রভুর লিখিত বাক্য) এখন পুরাতন ও নতুন নিয়মের নিম্নলিখিত সমস্ত বইগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পুরাতন নিয়মের: আদি পুস্তক, যাত্রা পুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ, যিহোশূয়, বিচার কর্তৃগণ, রূতের বিবরণ, ১ম শমুয়েল; ২য় শমুয়েল , ১ম রাজাবলি, ২য় রাজাবলি, ১ম বংশাবলি, ২য় বংশাবলি ইষ্রা, নহিমিয়, ইষ্টের, ইয়োব, গীতসংহিতা, হিতোপদেশ, উপদেশক, পরমগীত, যিশাইয়, যিরমিয়, বিলাপ, যিহিস্কেল, দানিয়েল, হোশেয়,

যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহুম, হবক্কুক, সফনিয়, হগয়, সখরিয, মালাখি।

নতুন নিয়মের : মথি, মার্ক, লুক , ইহোন্না, প্রেরিত, রোমীয়, ১ করিন্থীয়, ২করিন্থীয়, গালাতীয়, ইফিষীয়, ফিলিপীয়, কলসীয়, ১থিষলনীকীয়, ২থিষলনীকীয়, ১তীমথিয়, ২ তীমথিয়, তীত, ফিলীমন,ইব্রীয়, যাকোব, ১ পিতর,২ পিতর, ১ যোহন, ২ যোহন , ৩ যোহন, যিহূদা , প্রকাশিত বাক্য। প্রভুর প্রেরণায় এই সমস্ত বইগুলো দেয়া হয়েছে জীবন ও বিশ্বাসের নিয়ম হিসাবে। (২ তীম.৩:১৬)

১.৩ যে সমস্ত বই সাধারনত: অপোক্রিফা (সন্দেহজনক) বলা হয় ঐগুলো স্বগীয় প্রেরণা হতে নয়, অনুশাসনের (কানন) অংশ নয় এবং বাক্যের নিয়ম নয়, এই জন্য প্রভুর মন্ডলীর উপর কোন ক্ষমতা নেই, তারা অনুমোদন যোগ্য নহে এবং অন্য কোন মানবীয় লেখা হতে ভিন্ন কোন কাজেও আসে না। লূক.২৪:২৭,৪৪; রোম.৩:২।

১. ৪ পবিত্র বাক্যের ক্ষমতা যার কারণে ইহা বিশ্বাস করা উচিত তা কোন মানুষ বা মন্ডলীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে ইহার লেখক প্রভুর উপর (যিনি নিজেই সত্য) এই জন্য গ্রহণ করা উচিত কারণ ইহা প্রভুর বাক্য। ১থিষল.২:১৩;২তীম.৩:১৬; ২পি.১:১৯-২১; ১ইহো. ৫:৯।

১.৫ আমরা হয়ত বিচলিত ও আবিষ্ট হতে পারি প্রভু ভক্ত লোকের সাক্ষ্য দ্বারা পবিত্র বাক্য সম্পর্কে উচ্চ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মুল্যায়ন লাভ করতে। একইভাবে আমরা প্রভাবিত হতে পারি বাক্যের প্রকৃতি দ্বারা বিষয় বস্তুর পবিত্রতায় উপদেশাবলীর ফলপ্রদতায়, সমুন্নত রচনাশৈলীতে, সমস্ত খন্ডসমুহের সঙ্গাতিতে সবকিছুর লক্ষ্য বিন্দু হলো প্রভুর গৌরব করা, পুর্ণ

বহি:প্রকাশ ইহা মানুষের একমাত্র নাজাতের পথকে তৈরী করে আরো অনেক অতুলনীয় মহত্ত্ব এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতার সহিত সমস্ত সাক্ষ্য দ্বারা বাক্য নিজেই প্রমাণের চেয়েও অধিক প্রমাণ করে যে ইহা প্রভুর বাক্য। তবু, ইহা সত্বেও আমাদের পূর্ণ প্রেরণা ও নিশ্চয়তা বাক্যের অভ্রান্ত সত্যতা ইহার স্বর্গীয় ক্ষমতা, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কাজ আমাদের অন্তরে বাক্যের সাক্ষ্য বহন করে ও দিয়ে। (ইহো.১৬:১৩,১৪; ১কর.২:১০-১২; ১ইহো.২:২০,২৭)

১.৬ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে প্রভুর সমস্ত উপদেশ তাঁর নিজের গৌরবের জন্য, মানুষের নাজাত, বিশ্বাস এবং জীবনের জন্য প্রয়োজন যা যথাযথ বর্ণিত আছে অথবা প্রয়োজনীয় রূপে পবিত্র বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ইহাতে কোন সময় কোন কিছু সংযোজন করা যাবে না পবিত্র আত্মার নতুন প্রকাশনা দ্বারা অথবা মানুষের ঐতিহ্য দ্বারা। তথাপি আমরা স্বীকার করি যে, যেমন বিষয় বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে প্রভুর পবিত্র আত্মার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন নাজাত উপলব্ধির জন্য। কিছু কিছু পরিস্থিতি আছে ইবাদত এবং মন্ডলী পরিচালনার ক্ষেত্রে যা মানবীয় কার্যাবলী ও সমাজে বিদ্যমান যা প্রকৃতির আলো এবং বিশ্বাসীদের দুরদর্শিতা দ্বারা নির্দেশিত হতে হয়, কিতাবের সাধারণ নিয়ম অনুসারে যা সব সময় পর্যবেক্ষণাধীন। (ইহো.৬:৪৫; ১কর.২:৯-১২; ১১:১৩,১৪; ১৪:২৬,৪০; গালা.১:৮,৯; ২তীম.৩:১৫-১৭)

১.৭ বাক্যের সমস্ত বিষয় সমানভাবে নিজেরাই সরল নয়, প্রত্যেকের নিকট পরিস্কার ও নয়, তবু যেসব বিষয় নাজাতের জন্য জানা, বিশ্বাস করা এবং পর্যবেক্ষন করা আবশ্যক, এত পরিস্কার ভাবে কিতাবের কিছু অংশে অথবা অন্যত্র উপস্থাপিত ও প্রকাশিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র শিক্ষিত নয় অশিক্ষিতরাও এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পারে সাধারণ উপায়ে উপযুক্ত

ব্যবহারের মাধ্যমে। (গীত.১১৯:৭;১১৯:১৩০; ২পিতর.৩:১৬)

১. ৮ পুরাতন নিয়ম হিব্রু ভাষায় (যা ছিল আদি কালে প্রভুর লোকদের নিজস্ব ভাষা) এবং নতুন নিয়ম গ্রীক ভাষায় (ইহা লেখার সময়ে সাধারনত এই ভাষা লোকদের জানা ছিল) সরাসরি প্রভু কর্তৃক সঞ্চারিত হয়েছিল এবং পরবর্তী বৎসরগুলোতে তার একার যত্ন ও তত্ত্বাবধানে বিশুদ্ধ রাখা হয়েছিল। এই জন্য এইগুলো প্রকৃত, তাই ধর্মের সমস্ত বির্তকে মন্ডলী তাদেরকে চুড়ান্ত বলে আবেদন করবে। কিন্তু এই আদি ভাষা প্রভুর সব লোকদের জানা ছিল না, যাদের অধিকার আছে এবং আগ্রহ আছে কিতাব সম্পর্কে, যাদের প্রতি আদেশ রয়েছে বাক্য পড়ার এবং প্রভুর প্রতি ভয়ের সহিত অনুসন্ধানের, এই জন্য প্রত্যেক জাতীর সাধারন ভাষায় বাক্যের অনুবাদ প্রয়োজন, যাতে প্রভুর বাক্যে সমৃদ্ধভাবে সবাই বাস করতে পারে, মানুষ যাতে সন্তুষ্টির সাথে প্রভুর ইবাদত করতে পারে, এবং যেন কিতাবের ধৈর্য্য ও সান্ত্বনার মাধ্যমে আশা থাকে। (যিশাইয়.৮:২০; ইহো.৫:৩৯; প্রেরিত.১৫:১৫; রোম.৩:২; ১কর.১৪:৬, ৯, ১১, ১২, ২৪, ২৮)

১. ৯ বাক্যের ব্যাখ্যার অভ্রান্ত নিয়ম হলো বাক্য নিজেই, এই জন্য যখনই কোন আয়াতের সত্য ও পূর্ণ অর্থ নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকবে (যা বহু সংখ্যক নয় কিন্তু একটি) এটি অন্য আয়াত দ্বারা পরীক্ষা করতে হবে যা অধিকতর পরিস্কার ভাবে বিবৃতি করে। (প্রেরিত.১৫:১৫,১৬; ২পিতর.১:২০,২১)

১.১০ সর্বোচ্চ বিচারক যার দ্বারা সমস্ত ধর্মীয় বিতর্কের সিদ্ধান্ত হবে এবং মন্ত্রনা সভার সমস্ত অনুশাসন যার দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষিত হবে, পুরাতন লেখকদের মতামত, মানুষের মতামত এবং ব্যক্তিগত আত্মা, পবিত্র আত্মা কর্তৃক প্রদত্ত পবিত্র বাক্য ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হতে পারে না, পবিত্র আত্মা দ্বারা মুক্ত। পবিত্র বাক্যের মানদন্ডে আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে, কারণ

ইহা বাক্যে আছে পবিত্র আত্মা কর্তৃক প্রদত্ত আমাদের বিশ্বাস চূড়ান্ত ভাবে স্থিরকৃত। (মথি.২২:২৯,৩১,৩২; প্রেরিত.২৮:২৩; ইফি.২:২০)

২.১ প্রভু এবং ত্রিত্বপাক

প্রভু আমাদের ঈশ্বর এক এবং একমাত্র জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বর। যার সত্তা তাঁর নিজের এবং নিজের মাঝেই। যিনি পূর্ণতা এবং অস্তিত্বে অসীম, যার সত্তা কেউ পূর্ণ হৃদয়ংগম করতে পারে না একমাত্র তিনি ছাড়া। যিনি সবচেয়ে পবিত্রতম আত্মা, অদৃশ্য, দেহ, অঙ্গ ও আবেগ বিহীন। একমাত্র যার অমরত্ব আছে। যিনি আলোতে বাস করেন যাতে কোন মানুষ উপস্থিত হতে পারে না, যিনি অপরিবর্তনীয়, বিশাল, অনন্ত, অবোধগম, সর্বশক্তিমান, প্রত্যেক দিকেই অসীম, সবচেয়ে পবিত্রতম, সবচেয়ে বিশুদ্ধ সবচেয়ে জ্ঞানী ও স্বাধীন। যিনি সমস্ত কর্ম করেন তাঁর অপরিবর্তনীয় ও ঐশ্বরিক ইচ্ছার পরামর্শ অনুসারে তাঁর আপন গৌরবের জন্য যিনি সবচেয়ে প্রেমময় করুণাবান, দয়াবান, সহনশীল এবং মঙ্গালতা এবং সত্যে পূর্ণ। যিনি অন্যায়, অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করেন। যারা অধ্যবসায়ের সহিত তাঁকে খোঁজে যিনি তাদের পুরস্কার দাতা। যিনি একই সময়ে খুব ন্যায় এবং তাঁর বিচারে ভয়ংকর, সমস্ত পাপকে ঘৃনা করেন এবং যিনি কোন ক্রমেই দোষীকে নির্দোষ করেন না। আদি.১৭:১; যাত্রা.৩:১৪; ৩৪:৬-৭; দ্বিতীয় বিবরন.৪:১৫,১৬; ৬:৪; ১ম রাজাবলি.৮:২৭; নহিমিয়.৯:৩২,৩৩; গীত.৫:৫,৬; ৯০:২; ১১৫:৩; হিতোপদেশ.১৬:৪; যিশাইয় ৬:৩; ৪৬:১০; ৪৮:১২; যিরমিয়.১০:১০; ২৩:২৩,২৪; নহূম.১:২,৩; মালা. ৮:৪,৬; ইহো.৪:২৪; রোম.১:৩৬; ১কর. ৮:৪,৬; ১তীম.১:১৭; ইব্রিয়.১১:৬।

২.২ ঈশ্বর সমস্ত জীবন, গৌরব, মঙ্গালতা, আশীর্বাদ তাঁর মাঝে আছে এবং

তাঁর হতে। সত্তায় অদ্বিতীয় সমস্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তাঁর মাঝে এবং তাঁর নিকট উভয় ক্ষেত্রে সমস্ত কিছু যথেষ্ট, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তাদের কোন প্রয়োজন নেই এবং তাদের থেকে কোন গৌরব আগত হয় না, অপর দিকে, তিনিই প্রভু যিনি আপন গৌরব তাদের মধ্যে, তাদের মাধ্যমে তাদের নিকট এবং তাদের উপর প্রদর্শন করেন। তিনিই সমস্ত সত্ত্বার একমাত্র উৎস যা হতে, যার মাধ্যমে এবং যার প্রতি সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব এবং গতি। সমস্ত সৃষ্টির উপর তাঁর পূর্ণ প্রভুত্ব ও শাসন ক্ষমতা আছে , তাদের মাধ্যমে, তাদের জন্য এবং তাদের প্রতি যা কিছু ইচ্ছে করার। এই জন্য কোন কিছুই তাঁর জন্য সম্ভাবনার অধীন বা অনিশ্চিত নয়। তাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুই উন্মুক্ত ও প্রকাশিত, তাঁর জ্ঞান অসীম,অভ্রান্ত এবং সৃষ্টির উপর নির্ভর করে না। তিনি তাঁর সমস্ত মন্ত্রনায়, সমস্ত কর্মে, এবং সমস্ত নির্দেশে পবিত্রতম। তিনি মানুষ ও ফেরেশতা গণের নিকট হতে সকল প্রকার ইবাদত, সেবা অথবা অনুগত্য প্রাপ্য, তারা সৃষ্টি হিসাবে স্রষ্টাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করবে এবং তাকে খুশি করতে যা কিছু প্রয়োজন তারা তা-ই করবে। (ইয়োব.২২:২,৩; গীত ১১৯:৬৮; ১৪৫:১৭; ১৪৮:১৩; যিহিস্কেল.১১:৫; দানি.৪:২৫,৩৪,৩৫; ইহো.৫:২৬;প্রেরি.১৫:১৮; রোম.১১:৩৪-৩৬; ইব্রীয়.৪:১৩; প্রকা.৫:১২-১৪।

২.৩ এই স্বগীয় এবং অসীম সত্ত্বায় তিন সত্ত্বা বিরাজমান পিতা, পুত্র বা বাক্য এবং পবিত্র আত্মা। তাঁরা সত্ত্বায়, ক্ষমতায় ও অমরত্বে এক, প্রত্যেকেরই পূর্ণ স্বগীয় সত্ত্বা আছে, তবু এই সত্ত্বা অস্তিত্বে অবিভক্ত। পিতা অন্য কোন সত্ত্বা হতে উদ্ভুত নয়, তাঁকে সত্ত্বায় আনাও হয়নি, তিনি অন্য কোন সত্ত্বা হতে জন্মও লাভ করেন নি।

-পুত্র অনন্ত কাল ধরে পিতা হতে জন্ম

-পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র হতে আগত

-তিন জনের সবাই অনন্ত , আরম্ভ বিহীন, এবং এই জন্য মাত্র একজন খোদা। যিনি প্রকৃতি এবং সত্তায় বিভক্ত নন, কিন্তু চেনা যায় কিছু চমৎকার সম্পর্ক যুক্ত বৈশিষ্ট্যে এবং তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কেও।

-ত্রিত্বপাকের মতবাদই হলো আমাদের প্রভুর সাথে যোগাযোগের ভিত্তি এবং আমাদের স্বস্তি জনক নির্ভরতা তার উপর। যাত্রা.৩:১৪; মথি.২৮:১৯; ইহো.১:১৪,১৮; ১৪:১১; ১৫:২৬; ১কর.৮:৬; ২কর.১৩:১৩; গালা.৪:৬;১ইহো.৫:৭।

৩.১ প্রভুর অনুশাসন

অনন্ত কাল হতে প্রভুর অনুশাসন ছিল তাঁর মাঝে, তাঁর সবচেয়ে জ্ঞানী ও পবিত্রতম ইচ্ছার মন্ত্রনায় স্বাধীন ভাবে এবং অপরিবর্তনীয়, যা কিছু ঘটবে এবং আসবে তাদের জন্য।

-তবু এইরূপ উপায়ে যে প্রভু পাপের লেখক নন বা পাপ করেন নাই। কারো সাথে কোন প্রকার পাপ সম্পাদনে তাঁর কোন সহভাগিতা নেই। কোন প্রাণীর ইচ্ছাকে প্রভু চাপ দেন না পাপ করার জন্য। তবু দ্বিতীয় কারণের স্বাধীনতা অথবা শর্ত অপসারন করা হয়নি কিন্তু বরং প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

-এইসব কিছুর মধ্যে প্রভুর জ্ঞান প্রর্দশিত হয়েছে, সব কিছু সুসজ্জিত করে, এবং তাঁর ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর অনুশাসন বাস্তবায়নের মধ্যে। গণনা.২৩:১৯; যিশাইয়া.৪৬:১০; ইহো.১১:১১; প্রেরিত.৪:২৭, ২৮; রোম.৯:১৫,১৮; ইফি.১:৩-৫, ১১; ইব্রীয়. ৬:১৭; যাকোব.১:১৩;

১ইহো.১:৫

৩.২ যদিও কাল্পনিক অবস্থায় প্রভু সমস্ত কিছু জানেন কি ঘটবে বা ঘটতে পারে, তা সত্ত্বেও তিনি কোন কিছু বিবৃত করেন নাই কারণ তিনি ইহা পুর্বেই ভবিষ্যতে দেখেছেন বলে অথবা ইহা বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে সংঘঠিত হবে। প্রেরিত. ১৫:১৮; রোম.৯:১১,১৩,১৬,১৮

৩.৩ প্রভুর আদেশে তাঁর গৌরবের বহি:প্রকাশের জন্য কিছু মানুষ ও ফেরেশতা পুর্বনির্ধারিত বা পুর্বস্থিরকৃত মসীহের মাধ্যমে অনন্ত জীবনের জন্য, তাঁর গৌরবময় করুণার প্রশংসার জন্য। অন্যদেরকে পরিত্যাগ করা হয়েছে তাদের পাপের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের ন্যায্য শাস্তি পেতে তাঁর গৌরবময় ন্যায় বিচারের প্রশংসার জন্য। (মথি.২৫:৩৪; রোম.৯:২২,২৩; ইফি.১:৫,৬; ১তীম.৫:২১; যিহূদা ৪

৩.৪ ঐসমস্ত ফেরেশতা ও মানুষ এমন ভাবে পুর্বনির্ধারিত ও স্থিরকৃত যা নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়ভাবে পরিকল্পিত এবং তাদের সংখ্যা এত নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট যে ইহা বাড়ানো বা কমানো যাবে না। হিতো. ১৩:১৮; ২তীম.২:১৯

৩.৫ মানুষের মধ্যে যারা অনন্ত জীবনের জন্য পুর্ব নির্ধারিত পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের পুর্বেই প্রভু তাদেরকে পছন্দ করেছেন, তাঁর শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য ও গোপন মন্ত্রণা অনুযায়ী এবং তাঁর ইচ্ছার সুসন্তুষ্টির জন্য প্রভু তাদেরকে মসীহতে পছন্দ করেছেন চিরস্থায়ী গৌরবের জন্য, কেবল তাঁর মুল্য বিহীন করুণায় ও ভালবাসায়, শর্ত হিসাবে প্রাণীকুলের কোন কিছু ছাড়াই অথবা কোন কারণ তাঁকে পরিচালিত করে নাই তাদেরকে পছন্দ করতে। রোম. ৮:৩০; ৯:১৩,১৬; ইফি.১:৪,৯,১১; ২:৫,১২; ১থিষল.৫:৯; ২তীম.১:৯

৩.৬ প্রভু মনোনীতদেরকে গৌরবে ভূষিত করেছেন, অতএব তাঁর ইচ্ছার শাশ্বত ও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অভিপ্রায়ে তিনি পূর্বস্থির করেছেন সর্ব পন্থা। ফলে যারা মনোনীত তারা আদমে পতিত হয়েছিল।

–মসীহ কর্তৃক উদ্ধার করা হয়েছে।

–মসীহতে বিশ্বাস করতে উপযুক্ত সময়ে পবিত্র আত্মা দ্বারা সফল ভাবে আহবান করা হয়েছে।

ন্যায় পরায়ন, দত্তক ও বিশুদ্ধ করা হয়েছে। এবং তাঁর ক্ষমতায় বিশ্বাসের মাধ্যমে নাজাতের স্থির রাখা হয়েছে।

–অন্য কেউ নয় কিন্তু মনোনীতগণই মসীহ কর্তৃক উদ্ধার করা হয়েছে ফলপ্রসূভাবে আহ্বান করে, দোষমুক্ত, দত্তক, পবিত্র ও রক্ষা করা হয়েছে। (ইহো. ৬:৬৪; ১০:২৬; ১৭:৯; রোম. ৮:৩০; ১থিষল. ৫:৯, ১০; ২থিষল. ২:১৩; ১ পি. ১:২,৫

৩.৭ পূর্বনির্ধারনের এই অতি রহস্যপূর্ণ মতবাদটি বিশেষ বিচক্ষণতা ও যত্নের সহিত আলোচনা করতে হবে, এই উদ্দেশ্যে যে তাঁর বাক্যে প্রকাশিত প্রভুর ইচ্ছার প্রতি যে সব মানুষ মনোযোগ দিচ্ছে এবং যারা ইহাতে আনুগত্য প্রদর্শন করেছে তাদের সফল আহ্বানের নিশ্চয়তা হতে যেন নিশ্চিত হতে পারে তাদের শাশ্বত মনোনয়ন সম্পর্কে। তাই এই মতবাদ প্রভুর প্রশংসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির জন্য যুক্তি প্রদান করে, এবং যারা একনিষ্ঠভাবে বাক্যের আজ্ঞা পালন করে তাদের জন্যও ভিত্তি প্রদান করে নম্রতার, পরিশ্রমের এবং প্রচুর সান্ত্বনার। লুক. ১০:২০; রোম.১১:৫,৬,২০,৩৩; ইফি.১:৬; ১থিষল. ১:৪,৫; ২পি .১:১০

৪. ১ সৃষ্টি জগৎ

আদিতে ইহা পিতা ঈশ্বর, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে খুশি করল তাঁর অনন্ত ক্ষমতা, জ্ঞান এবং মঙ্গলতার ও গৌরবের বহি: প্রকাশের জন্য, পৃথিবী ও এর মধ্যে সব কিছু দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উভয়ই ছয় দিনে তৈরী করতে বা সৃষ্টি করতে এবং সব খুব উত্তম হল। আদি. ১:৩১; ইয়োব.২৬:১৩; ইহো. ১:২,৩; রোম.১:২০; কল.১:১৬; ইব্রীয়.১:২

৪.২ প্রভু অন্যান্য জীব সৃষ্টি করার পর, তিনি মানুষ তৈরী করলেন, নর ও নারীতে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ও অমর আত্মা দিয়ে, তাদেরকে যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে তাঁর জন্য জীবন যাপন করতে যার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রভুর প্রতিমূর্তিতে তৈরী করা হয়েছিল, জ্ঞানে ধার্মিকতায় এবং প্রকৃত পবিত্রতায় প্রভুর আইন অন্তরে লিপিবদ্ধ অবস্থায় এবং তা পালন ক্ষমতা তাদের ছিল। এমন কি বিধি ভঙ্গের সম্ভাবনার অধীনে জীবন যাপন করলে ও তাদের ইচ্ছার স্বাধীনতায় ছেড়ে দেয়া হয়েছিল যা ছিল পরিবর্তন সাপেক্ষ। আদি.১:২৬,২৭; ২:৭; ৩:৬; উপদেশক. ৭:২৯; রোম.২:১৪,১৫

৪.৩ তাদের অন্তরে আইন লিপিবদ্ধ ছাড়াও, তারা ভাল মন্দ জ্ঞানদায়ক গাছের ফল না খাওয়ার আদেশ গ্রহণ করে ছিল, যতক্ষন তারা এই আদেশ রক্ষা করেছিল প্রভুর সাথে তাদের আলাপনে তারা ছিল খুশি এবং অন্যান্য সমস্ত জীবের উপর তাদের শাসন ক্ষমতা ছিল। আদি. ১:২৬,২৮;২:১৭

৫.১ স্বর্গীয় তত্ত্বাবধান

প্রভু হলেন সবকিছুর উত্তম স্রষ্টা, তাঁর অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানে সর্ব বৃহৎ হতে সর্ব কনিষ্ঠ সমস্ত সৃষ্টিকে ধারণ করেন, পরিচালনা করেন, সমাবেশ ও শাসন করেন তাঁর সবচেয়ে জ্ঞানী ও পবিত্রতম তত্ত্বাবধানে শেষ পর্যন্ত বাধ্যতার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়ে ছিল।

–প্রভু শাসন করেন তাঁর অব্যর্থ বিচক্ষণ জ্ঞানের মাধ্যমে এবং তাঁর স্বাধীন ও অপরিবর্তনীয় ইচ্ছার মন্ত্রনায়।

–তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা, ন্যায় বিচার, সীমাহীন মঙ্গালতা ও করুণার প্রশংসা ও গৌরবের জন্য।

ইয়োব. ৩৮:১১; গীত.১৩৫:৬; যিশাইয়. ৪৬:১০,১১; মথি.১০:২৯–৩১; ইফি. ১:১১; ইব্রীয়.১:৩

৫.২ যদিও প্রভুর বিচক্ষন জ্ঞান ও অনুশাসন বর্ণনায় তিনিই হলেন প্রথম কারণ যার জন্য সমস্ত কিছু অপরিবর্তনীয় ও অব্যর্থ রূপে সংঘঠিত হয়, যাতে কারো প্রতি কোন কিছু দৈবক্রমে না ঘটে, অথবা তাঁর তত্ত্বাবধানের বাহিরে, তথাপি তিনিই আদেশ দেন ঘটনাকে সহায়ক কারণের প্রকৃতি অনুসারে ঘটার জন্য, প্রয়োজনীয়রূপে, স্বাধীন ভাবে অথবা আপেক্ষিভাবে। আদি. ৮:২২; হিতো. ১৬:৩৩; প্রেরিত.২:২৩

৫.৩ প্রভু তাঁর সাধারণ তত্ত্বাবধানের মাধ্যম ব্যবহার করেন, এমন কি তিনি স্বাধীন বাহিরে, উপরে এবং তাদের বিরুদ্ধে কাজ করতে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য। যিশাইয়. ৫৫:১০,১১; দানি. ৩:২৭; হোশেয়. ১:৭; প্রেরিত. ২৭:৩১,৪৪; রোম. ৪:১৯–২১

৫.৪ প্রভুর অসীম ক্ষমতা, অবোধগম্য জ্ঞান এবং সীমাহীন মঙ্গালতার বহি: প্রকাশ ঘটে তাঁর তত্ত্বাবধানে, তাঁর সুদৃঢ় মন্ত্রণা মানুষ ও ফেরেশতা উভয়ের প্রথম পতন ও অন্যান্য পাপ কর্ম পর্যন্ত বিস্তৃত।

–ইহা কেবল একটি প্রকাশ্য অনুমতি দ্বারা নয়, কিন্তু একটি অনুমতির আকারে যাতে তিনি অর্ন্তভুক্ত করেছেন সবচেয়ে জ্ঞানী ও ক্ষমতা সম্পন্ন নিয়ন্ত্রণ এবং পাপ দমন ও সীমিত করণের অন্যান্য পন্থা। এই ভিন্ন ভিন্ন নিয়ন্ত্রণ প্রভুর পরিকল্পিত তাঁর পবিত্রতম উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য।

–তা সত্ত্বেও এই সমস্ত বিষয়ে মানুষ ও ফেরেশতা উভয়ের পাপ তাদের নিজ হতে আগত প্রভু হতে নয়, যিনি সম্পুর্ণ ভাবে পবিত্র ও ধার্মিক এবং কখনো পাপের লেখক অথবা অনুমোদনকারী হতে পারেন না। আদি.১:২০; ২শমূ.২৪:১; ২ রাজা.১৯:২৮; ১ বংশা.২১:১; গীত.৫০:২১; ৭৬:১০; যিশাইয়. ১০:৬,৭,১২; রোম.১১:৩২–৩৪; ১ইহো.২:১৬

৫.৫ সবচেয়ে জ্ঞানী, সৎ এবং করুণাময় প্রভু, মাঝে মাঝে কিছু সময়ের জন্য তাঁর সন্তানদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন ও তাদের অন্তরের দুষনে ত্যাগ করেন, এই উদ্দেশ্যে তারা যে পাপ করেছে তা হতে তাদেরকে সংশোধন করার জন্য অথবা দুষনের লোকায়িত শক্তি এবং তাদের অন্তর যে এখনও প্রতারণায় পূর্ণ তা তাদেরকে দেখানোর জন্য যাতে তারা বিনয়ী ও সক্রিয় হয় তাঁর উপর আরো ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় নির্ভরতায় তাদের অবলম্বনের জন্য। এবং ভবিষ্যতে পাপের লগ্নে তারা যেন অধিকতর সতর্ক হতে পারে। প্রভু কর্তৃক অন্যান্য ন্যায় ও পবিত্র উদ্দেশ্য ও এই রকম কর্মের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে। এই জন্য তাঁর মনোনীতদের মধ্যে কারো প্রতি যা কিছু ঘটে তা তাঁর অনুমোদন ক্রমে তাঁর গৌরব এবং তাদের মঙ্গালের জন্য। ২বংশা. ৩২:২৫, ২৬,৩১; রোম. ৮:২৮; ২কর.১২:৭–৯

৫.৬ যেহেতু প্রভু ন্যায় বিচারক তাই মন্দ ও অধার্মিক মানুষ যারা তাদেরকে তিনি অন্ধ ও কঠিন করে দেন তাদের পুর্ববতী পাপের জন্য, তাদের হতে তিনি শুধু তাঁর করুণাকেই সংযত করেন না যা দ্বারা তাদের উপলব্ধি আলোকিত হতে পারত এবং তা তাদের অন্তরকে প্রভাবিত করত কিন্তু প্রায়ই তাদের যে দান আছে তা তিনি অপসারন করেন এবং তাদেরকে বিশেষ লক্ষ্য বস্তুর প্রভাবাধীন করেন যা তাদের দুষিত অবস্থায় পাপের উপলক্ষ্য তৈরী করবে।

–প্রভু তাদেরকে নিজ লালসার নিকট পৃথিবীর প্রলোভনের নিকট এবং শয়তানের ক্ষমতার নিকট ছেড়ে দেন, যাতে তারা নিজেদের ঘটনাক্রমে কঠিন করে। একই পরিস্থিতি ব্যবহার করেন অন্যদেরকে কোমল করতে। যাত্র.৮:১৫,৩২; দ্বিতীয়. ২:৩০; ২৯:৪; ২রাজা.৮:১২,১৩; গীত. ৮১:১১, ১২: যিশাইয়. ৬:৯, ১০; মথি. ১৩:১২; রোম. ১:২৪–২৬,২৮; ১১:৭,৮; ২থিষল. ২:১০–১২; ১পি.২:৭,৮

৫.৭ যেহেতু সাধারনভাবে প্রভুর তত্ত্বাবধান সমস্ত জীবনের নিকটই পৌঁছায় এই জন্য আরও বিশেষ উপায়ে ইহা তাঁর মন্ডলীর যত্ন নেয়, এবং সমস্ত ভাল জিনিস তাঁর মন্ডলীর জন্য নির্ধারণ করেন।

যিশাইয়.৪৩:৩–৫; আমোষ. ৯:৮,৯; ১ তীম.৪:১০

৬.১ মানুষের পতন, পাপ ও শাস্তি

যদিও প্রভু মানুষকে সৃষ্টি করলেন উন্নত ও পরিপক্ক করে এবং তাকে একটি ন্যায়সঙ্গত আইন দিলেন, যা তার জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করেছিল যতক্ষন সে তা রক্ষা করেছিল এবং প্রভু তাকে যদিও সতর্ক করেছিলেন যতক্ষন সে তা রক্ষা করেছিল, যদি সে তা ভঙ্গ করে তবে সে মারা যাবে, তথাপি মানুষ এই সম্মানে বেশি দিন বেঁচে থাকেনি।

–হাওয়াকে বশে আনতে শয়তান সর্পের ধুর্ততাকে ব্যবহার করল, আদম হাওয়া কর্তৃক প্ররোচিত হল এবং সে কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই উদ্দেশ্য প্রণোধীতভাবে তাদের সৃষ্টির আইনকে এবং তাদেরকে দেয়া আদেশ ভঙ্গ করল নিষিদ্ধ ফল খেয়ে।

–এই কাজ প্রভুর জ্ঞানী ও পবিত্র মন্ত্রণা অনুসারে অনুমোদন দিতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল তাঁর আপন গৌরবে তা বিন্যস্ত করা। আদি. ২:১৬,১৭; ৩:১২,১৩; ২কর.১১:৩

৬.২ আমাদের প্রথম পিতা–মাতা ঐ পাপের ফলে তাদের আদি ধার্মিকতা ও প্রভুর সাথে বন্ধুত্বের পতন হল এবং আমরা তাদের মধ্যে। এবং এই জন্য ইহা হতে সবার উপর মৃত্যু আসল: সবাই পাপে মৃত: হল এবং মন্দতা দ্বারা পুর্ণ হল তাদের সমস্ত কর্ম শক্তি এবং আত্মা ও শরীরের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ সম্পুর্ণ ভাবে। আদি. ৬:৫: যির.১৭:৯; রোম. ৩:১০–১৯,২৩; ৫:১২–২১; তীত.১:১৫

৬.৩ তারাই ছিল মুল এবং প্রভুর মনোনয়নে সমস্ত জাতির পরিবর্তে তাদের স্থানে দাঁড়িয়ে, এই পাপের দোষে অভিযুক্ত এবং তাদের দুষিত স্বভাব প্রদান করল তাদের সমস্ত বংশধরকে যা সাধারন প্রজন্মে তাদের থেকে আগত, এই জন্য পাপেই তাদের সমস্ত বংশধরদের জন্ম এবং প্রকৃতগতভাবেই ক্রোধে পতিত, পাপের দাস এবং মৃত্যু ও অন্য সমস্ত করুণ অবস্থার অধীন আত্মিক, ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী ভাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈসা মসীহ তাদেরকে মুক্ত করেন। ইয়োব.১৪:৪; গীত.৫১:৫; রোম.৫:১২–১৯; ৬:২০; ১কর. ১৫:২১, ২২, ৪৫, ৪৯; ইফি.২:৩; ১ থিষল. ১:১০; ইব্রা. ২:১৪,১৫

৬.৪ সমস্ত প্রকৃত পাপ সেই আদি দুষন থেকে আগত যা দ্বারা আমাদেরকে চরম ভাবে অসুস্থ , অক্ষম এবং সমস্ত মঙ্গলের বিরোধী করা হল ও সমস্ত মন্দের প্রতি সম্পুর্ণ ভাবে আসক্ত করা হল। মথি.১৫:১৯; রোম.৮:৭; কল.১:২১; যাকোব. ১:১৪

৬.৫ এই জীবন কালে স্বভাবের যে দুষন তা যাদের নব জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে ও থাকে, এবং যদিও ইহা মসীহের মাধ্যমে ক্ষমা ও অকেজো করা হয়েছে, তথাপি এই দুষিত স্বভাব ও এর সমস্ত কাজকর্ম সত্যিই ও যথার্থই পাপপুর্ণ। উপ.৭:২০; রোম.৭:১৮,২৩–২৫; গালা.৫:১৭; ১ইহো.১:৮

৭.১ প্রভুর চুক্তি

প্রভু ও প্রাণী কূলের মধ্যে দুরত্ব এত বেশি যে, যদিও বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণী তাঁর আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য যেহেতু তিনি তাদের স্রষ্টা তবু তারা কখোনোই জীবনের পুরস্কার অর্জন করতে পারত না। প্রভুর পক্ষ হতে কিছু স্বেচ্ছা সদয় ব্যতীত এবং তিনি ইহা একটি চুক্তির আকারে প্রকাশ করতে সন্তুষ্ট হলেন। ইয়োব. ৩৫:৭,৮; লুক.১৭:১০

৭.২ তার উপর যেহেতু মানুষের পতন দ্বারা নিজেকে আইনের অভিশাপের অধীন আনল, ইহা প্রভুকে সন্তুষ্ট করল একটি করুণা চুক্তি সম্পাদন করতে। এই চুক্তিতে তিনি বিনামুল্যে পাপীদেরকে জীবন ও নাজাত প্রদান করেন মসীহের মাধ্যমে, তারা যাতে নাজাত পায় এই জন্য তাঁর উপর তাদের বিশ্বাস থাকতে হবে। এবং তাদের সবার জন্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে যারা অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীত এবং তাঁর পবিত্র আত্মা তাদেরকে আগ্রহী ও সক্ষম করে বিশ্বাস করতে। আদি.২:১৭; গীত.১১০:৩; যিহি.৩৬:২৬,২৭; মার্ক.১৬:১৫,১৬; ইহো.৩:১৬; ৬:৪৪-৪৫; রোম.৩:২১; ৮:৩; গালা.৩:১০

৭.৩ এই চুক্তি সুসমাচারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে নাজাতের প্রতিশ্রুতি সর্বপ্রথম আদমের নিকট নারীর বীজ দ্বারা এবং পরবর্তীতে আরও পদক্ষেপের মাধ্যমে নতুন নিয়মে ইহার সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্পন্ন হয়েছে। মনোনীতদের পাপ মোচন সম্পর্কে নাজাতের চুক্তি নির্ভর করে পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম্পাদিত অনন্ত চুক্তির উপর। এই পর্যন্ত পাপে পতিত আদমের বংশধরদের মধ্যে যারা জীবন ও অমরত্বের আশীর্বাদ পেয়েছে ইহা শুধুমাত্র এই চুক্তির করুণায় কারণ মানুষ এখন সম্পূর্ণ ভাবে অক্ষম প্রভুর গ্রহণ যোগ্যতা অর্জনে যেভাবে আদম তার নির্দোষ অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। আদি. ৩:১৫;

ইহো. ৮:৫৬; প্রেরিত. ৪:১২; ২তীম. ১:৯; তীত ১:২; ইব্রা. ১:১,২; ১১:৬,১৩

৮.১ মসীহ মধ্যস্থতাকারী

ইহা খোদাকে সন্তুষ্ট করল, তাঁর অনন্ত উদ্দেশ্যে মসীহকে পছন্দ ও নিযুক্ত করতে, তাঁর একমাত্র জাত পুত্র তাদের উভয়ের মধ্য সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে মানুষ ও প্রভুর মধ্যে মধ্যস্থাতাকারী হতে, নবী, যাজক এবং রাজা, তাঁর মন্ডলীর মস্তক ও রক্ষাকারী সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী এবং সমস্ত পৃথিবীর বিচারক হতে। অনন্ত কাল হতে তিনি মসীহের নিকট দিলেন এক দল মানুষকে তার সন্তান হতে। তাদেরকে সঠিক সময়ে উদ্ধার করা হবে, আহ্বান করা হবে, নির্দোষ বলে গ্রহন করা হবে এবং গৌরবান্বিত করা হবে প্রভু মসীহ কর্তৃক। গীত. ২:৬; যিশা. ৪২:১; ৫৩:১০; লুক.১:৩৩; ইহো. ১৭:৬; প্রেরিত. ৩:২২; ১৭:৩১; রোম.৮:৩০; ইফি.১:২২,২৩;ইব্রা.১:২; ৫:৫,৬;১পি.১:১৯,২০

৮.২ প্রভুর পুত্র হলেন পবিত্র ত্রিত্বপাকে দ্বিতীয় জন সত্য ও অনন্ত প্রভু পিতার গৌরবের উজ্জ্বলতা, একই অস্থিমত্তায় তাঁর সমান।

-যিনি পৃথিবী তৈরী করেছেন, এবং যিনি ধারন করেন এবং সব কিছু শাসন করেন যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

-যখন সময়ের পুর্ণতা আসল, তিনি মানুষের রূপ ধারন করলেন, ইহার প্রয়োজনীয় সব বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতাসহ কিন্তু পাপ ব্যতীত।

-তাঁর জন্ম হয়েছিল পবিত্র আত্মা দ্বারা কুমারী মরিয়মের গর্ভে, পবিত্র আত্মা তার উপর নেমে আসতেছিল এবং মহান প্রভুর ক্ষমতা তাঁকে আবৃত করে

রেখে ছিল এর ফলে এহুদা বংশের এক স্ত্রীলোকের গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল, কিতাব অনুসারে তিনি ছিলেন ইব্রাহিম ও দাউদ এর বংশধর। এভাবে দু'টি সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং ভিন্ন চরিত্র অবিচ্ছিন্ন ভাবে একত্রে সংমিশ্রন করা হয়েছিল একজন মানুষের মধ্যে, কোন প্রকার পরিবর্তন, সংঘটন অথবা দ্বন্দ্ব ছাড়াই। এই জন্য প্রভু ঈসা সত্য-ই মানুষ ও খোদা তথাপি তিনি এক মসীহ, খোদা ও মানুষের মাঝে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী। মথি.১:২২,২৩; লুক.১:২৭,৩১,৩৫;ইহো.১:১৪; রোম.৮:৩; ৯:৫; গালা.৪:৪; ১তীম.২:৫; ইব্রা.২:১৪,১৬,১৭; ৪:১৫

৮.৩ প্রভু মসীহ তাঁর মানবীয় চরিত্র এভাবে ঐশ্বরিক সত্তার সাথে সংযুক্ত মনুষ্য পুত্রে একবার, পরিমাপের অধিক পবিত্র আত্মার সহিত বিশুদ্ধ করা হয়েছিল এবং অভিষিক্ত করা হয়েছিল জ্ঞান ও বুদ্ধির সম্পদ তাঁর মাঝে ছিল। সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বাস করবে ইহা পিতাকে সন্তুষ্ট করল। যাতে পবিত্র, ক্ষতিহীন,অমলিন এবং করুণা ও সত্যে পূর্ণ হন যেন তাকে সরাসরি প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করা যেতে পারে। মধ্যস্থকারী ও নিশ্চয়তার দায়িত্ব সম্পাদন করতে এই পদ ও দায়িত্ব তিনি নিজ হতে গ্রহণ করেন নি কিন্তু পিতা কর্তৃক আহ্বান করা হয়েছিল সম্পাদন করার জন্য এবং পিতা সমস্ত ক্ষমতা ও বিচার তাঁর হাতে অর্পণ করেন এবং আদেশ দেন তাঁকে তা প্রয়োগ করতে। গীত.৪৫:৭; মথি.২৮:১৮; ইহো.১:১৪; ৩:৩৪; ৫:২২,২৭; প্রেরি.২:৩৬; ১০:৩৮; কল.১:১৯; ২:৩; ইব্রা.৫:৫; ৭:২২,২৬

৮.৪ এই মধ্যস্থতাকারী ও নিশ্চয়তার কাজ ও দায়িত্ব প্রভু ঈসা খুব ইচ্ছে করেই গ্রহন করেছিলেন। ইহা মুক্ত করতে তাঁকে আইনের অধীন করা হয়েছিল এবং নিখুঁত ভাবে তা পালন করেছিলেন আমাদের প্রাপ্য শাস্তির মধ্য দিয়ে গমন করে, যা আমাদের বহন করা ও ভোগ করার কথা ছিল। তাঁকে আমাদের জন্য পাপী ও অভিশপ্ত করা হয়ে ছিল। তাঁর কাজে সবচেয়ে

যন্ত্রনাদায়ক দু:খ সহ্য করেন, তাঁর আত্মায় পীড়াদায়ক কষ্টভোগের সহিত তাঁকে ক্রোসে দেয়া হয়েছিল ও মৃত্যু বরণ করেছিলেন এবং মৃত: অবস্থায় ছিলেন কিন্তু তাঁর শরীরে কোন পচঁন ধরেনি তৃতীয় দিনে তিনি মৃত থেকে জেগে উঠলেন একই দেহ নিয়ে যাতে তিনি নির্যাতন ভোগ করেছিলেন যা নিয়ে তিনি স্বর্গে আরোহন করেছিলেন এবং সেখানে পিতার ডান পাশে বসে মধ্যস্থতা করছেন এবং পৃথিবী শেষে মানুষ ও ফেরেশতাদের বিচার করতে ফিরে আসবেন। গীত.৪০:৭-৮; যিশা.৫৩:৬; মথি.৩:১৫;২৬:৩৭,৩৮;২৭:৪৬;মার্ক. ১৬:১৯; লুক. ২২:৪৪; ইহো.১০:১৮; ২০:২৫,২৭; প্রেরিত. ১:৯-১১; ১০:৪২; ১৩:৩৭; রোম.৮:৩৪; ১৪:৯,১০; ১কর.১৫:৩,৪; ২কর.৫:২১; গালা.৩:১৩; ইব্রা.৯:২৪; ১০:৫-১০; ১পি.৩:১৮; ২পি.২:৪

৮.৫ প্রভু মসীহ তাঁর সম্পূর্ণ আনুগত্যতা ও নিজেকে উৎস্বর্গের মাধ্যমে যা তিনি একবার খোদার নিকট অর্পণ করেছিলেন অনন্ত আত্মার মাধ্যমে খোদার বিচারকে সন্তুষ্ট করেছে সম্পূর্ণ ভাবে, পুণরায় বন্ধুত্বের সৃষ্টি করেছে এবং যাদেরকে পিতা তাঁর নিকট দিয়েছেন তাদের জন্য স্বর্গ রাজ্যে চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার ক্রয় করেছেন। ইহো.১৭:২; রোম.৩:২৫,২৬; ইব্রা.৯:১৪,১৫

৮.৬ যদিও নাজাতের মুল্য প্রকৃত পক্ষে মসীহ কর্তৃক পরিশোধিত হয় নাই তাঁর মানব রূপ ধারণের পূর্ব পর্যন্ত তবু গুণ, ফলপ্রদতা ও উপকারিতা তাঁর মুল্য থেকে আগত যা প্রদান করা হয়েছিল পৃথিবী শুরু হতে সর্বকালের মনোনীতদেরকে ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞা, নমুনা ও উৎসর্গের দ্বারা তাঁকে প্রকাশ ও ঈঙ্গিত করা হয়েছিল, বংশ হিসাবে যে সাপের মস্তক চূর্ণ করিবে এবং মেষ ও জবাই হয়েছে পৃথিবীর ভিত্তি হতে, কারণ তিনি একই রকম গতকালে, আজ ও চিরকাল।১কর.৪:১০;ইব্রা.৪:২; ১৩:৮; ১পি.১:১০; প্রকা.১৩:৮)

৮.৭ মসীহ তাঁর মধ্যস্থতা কাজে উভয় প্রকৃতি অনুসারে আচরন করেন প্রত্যেক প্রকৃতি তাঁর পক্ষে যা উপযোগী তা-ই করেছেন। তবু তাঁর ব্যক্তি ঐক্যের কারণে কোন সময় যা এক প্রকৃতির জন্য উপযোগী বাক্যে তা অন্য ব্যক্তির উপর আরোপ করে অন্য প্রকৃতি দ্বারা নামকরণ হয়। ইহো. ৩:১৩; প্রেরিত.২০:২৮

৮.৮ যাদের জন্য মসীহ অনন্ত মুক্তি অর্জন করেছেন তিনি নিশ্চিত ভাবে ও কার্যকরীভাবে তাদের প্রতি এই মুক্তি প্রয়োগ ও প্রদান করেন তাদের জন্য মধ্যস্থতা করে তাঁর আত্মা দ্বারা তাদেরকে তাঁর সাথে একত্র করেন, বাক্যে ও বাক্য দ্বারা নাজাতের রহস্য তাদের কাছে প্রকাশ করে তিনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন বিশ্বাস করতে ও মান্য করতে তাদের অন্তকরনকে তাঁর বাক্য ও আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রন করেন এবং তাঁর সর্বময় ক্ষমতা ও জ্ঞান দ্বারা তাদের সমস্ত শত্রুকে জয় করেন। ইহা এভাবে অর্জিত হয়েছে এবং এই রূপ পন্থায় যা তাঁর আশ্চর্য্য ও অ-অনুসন্ধানীয় বিধানের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ এবং সমস্তই বিনামুল্যে ও শর্তহীন করুণা, তাদের মধ্যে ইহা পাওয়ার কোন শর্ত পূর্বে দৃষ্টি গোচর হয় নাই।গীত.১১০:১;ইহো.৩:৮; ৬:৩৭;১০:১৫,১৬; ১৭:৬,৯; রোম.৫:১০; ৮:৯,১৪; ১কর.১৫:২৫,২৬; ইফি.১:৮,৯; ১ইহো.৫:২০

৮. ৯ মানুষ ও খোদার মাঝে এই মধ্যস্থাতার কাজে একমাত্র মসীহ-ই উপযোগী, যিনি নবী, যাজক ও মন্ডলীর রাজা এবং এই দায়িত্ব তাঁর নিকট হতে অন্য কারো নিকট সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। ১তীম.২:৫

৮. ১০ এই সীমাবদ্ধ করণ এবং কর্ম প্রনালী আবশ্যক। আমাদের অজ্ঞতার দরুন তাঁর নবীত্বের দায়িত্ব আমাদের দরকার। খোদা হতে আমাদের

বিচ্ছিন্নতা ও আমাদের সর্বোত্তম সেবা ত্রুটিপূর্ণ এই কারণে তাঁর যাজকীয় দায়িত্ব আমাদের প্রয়োজন হয় আমাদের বিরোধ দুর করতে এবং আমাদেরকে গ্রহনযোগ্য হিসাবে খোদার সামনে উপস্থাপন করতে। প্রভুর প্রতি আমাদের ঘৃনার জন্য ও প্রভুর কাছে ফিরে আসার চরম অক্ষমতার জন্য এবং অদৃশ্য শত্রুদের হাত হতে আমাদের উদ্ধার ও রক্ষার জন্য আমাদের দরকার তার রাজকীয় পরিচর্যা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে, দমন করতে, আকর্ষণ করতে, রক্ষা করতে, মুক্ত করতে এবং সংরক্ষণ করতে আমরা তার স্বর্গরাজ্যে পৌঁছার পুর্ব পর্যন্ত। গীত.১১০:৩; লুক.১:৭৪,৭৫; ইহো.১:১৮;১৬:৮; গালা.৫:১৭; কল.১:২১

৯.১ স্বাধীন ইচ্ছা

খোদা মানুষের ইচ্ছায় প্রকৃতিগতভাবে জোগান দিয়েছেন স্বাধীনতা ও ক্ষমতা পছন্দ করতে এবং তার পছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে। এই স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রকৃতির কোন প্রয়োজনীয়তা দ্বারা বল প্রয়োগ করা হয় না অথবা নির্ধারন করা হয় না ভাল অথবা মন্দ কাজ করতে। দ্বিতীয়.৩০:১৯; মথি.১৭:১২; যাকোব.১:১৪

৯.২ মানুষ তার নি:স্পাপ অবস্থায় ইচ্ছা করার ও কাজ করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ছিল যা প্রভুর নিকট ভাল ও সুসন্তুষ্টি জনক। কিন্তু সে ছিল অদৃঢ় এই জন্য তার অবস্থা হতে পতিত হল। আদি.৩:৬; উপ.৭:২৯

৯.৩ মানুষ তার পতনের ফলে পাপাবস্থা প্রাপ্ত হল, নাজাত আনয়নকারী যে কোন মঙ্গলজনক আত্মীক কাজ করার ইচ্ছা শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে সে সমস্ত আত্মীক মঙ্গলের বিমুখ ও পাপে মৃত। সে তার নিজ শক্তিতে নিজেকে সৎ পথে আনতে অথবা সঠিকপথের

জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সক্ষম নয়। ইহো.৬:৪৪; রোম.৫:৬; ৮:৭; ইফি.২:১,৫; তীত. ৩:৩-৫

৯.৪ খোদা যখন একজন পাপীকে ধর্মে আনেন ও তাকে করুণাপূর্ণ অবস্থায় রূপায়িত করেন তখন তিনি তাকে তার স্বাভাবিক পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন এবং তাঁর করুণায় তিনি তাকে সক্ষম করেন আত্মীকভাবে যা ভাল স্বাধীনভাবে তা ইচ্ছা করতে ও সম্পাদন করতে। কিন্তু তার অবশিষ্ট দুষনের জন্য সে কেবল ভাল জিনিসই ইচ্ছা করে না কিন্তু মন্দ জিনিসও ইচ্ছা করে। ইহো.৮:৩৬; রোম.৭:১৫,১৮,১৯,২১,২৩; ফিলি.২:১৩; কল. ১:১৩

৯.৫ মানুষের ইচ্ছাকে নিখুঁতভাবে ও অপরিবর্তনীয়ভাবে স্বাধীন করা হবে শুধু ভাল জিনিস ইচ্ছা করতে তার গৌরবান্বিত অবস্থায়। ইফি.৪:১৩

১০.১ ফলপ্রসু আহ্বান

প্রভু যাদেরকে অনন্ত জীবনের জন্য পূর্ব নির্ধারন করেছেন তিনি সন্তুষ্ট হন তাঁর নির্ধারিত ও নিযুক্তকৃত সময়ে পাপ ও মৃত্যুর অবস্থা যা তারা প্রকৃতিগতভাবেই সেখান থেকে ফলপ্রসুভাবে আহ্বান করেন তাঁর বাক্য ও আত্মা দ্বারা মসীহের মাধ্যমে নাজাত ও করুণার দিকে। তিনি তাদের মনকে আত্মীকভাবে ও রক্ষনীয়ভাবে আলোকিত করেন প্রভুর বিষয়ে বুঝার জন্য। তিনি তাদের পাথরের হৃদয় অপসারণ করেন এবং মাংসের হৃদয় প্রদান করেন। তিনি তাদের ইচ্ছাকে নবায়ন করেন ও তাঁর সর্বক্ষমতা বলে যা কিছু ভাল তার আকাংখা ও অনুসরন করতে বাধ্য করেন। তিনি তাদেরকে ফলপ্রসুভাবে মসীহের নিকট আনেন যাতে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আসে তাঁর করুণায় তাদেরকে ইচ্ছুক করা হয়। দ্বিতীয়.৩০:৬; গীত.১১০:৩; পরম.১:৪; যিহি.৩৬:২৬,২৭; প্রেরি.২৬:১৮; রোম.৮:৩০; ১১:৭; ইফি. ১:১০, ১১, ১৭, ১৯; ২:১-৬; ২থিষল. ২:১৩,১৪

১০.২ এই ফলপ্রসু আহ্বান প্রভুর উদার ও বিশেষ করুণা মাত্র মানুষের মধ্যে কোন কিছু পূর্ব দৃষ্ট হবার দরুণ নয়। ইহা সৃষ্টির কোন ক্ষমতা অথবা শক্তির কারণে করা হয় নাই, কারণ এই বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ নিস্ক্রীয়। মানুষ তার পাপ ও অপরাধে মৃত: যতক্ষন পর্যন্ত না পবিত্র আত্মা জাগিয়ে তুলে ও পুনরায় নতুন করে, এর ফলে তাকে আহবানে সাড়া দিতে এবং তাঁর কর্তৃক বয়ে আনা ও প্রস্তাবিত করুণাকে আলিঙ্গান করতে সক্ষম করা হয়। এই সক্ষম করার শক্তি মসীহকে মৃত্যু থেকে জাগিয়ে তোলার শক্তি থেকে কম ক্ষমতা বান নয়। ইহো.৫:২৫; ১কর ২:১৪; ইফি.১:১৯,২০; ২:৫-৮; ২তীম.১:৯

১০.৩ মনোনীত শিশুরা শৈশব অবস্থায় মারা গেলে মসীহ আত্মার মাধ্যমে নতুন জন্ম প্রদান করেন এবং তাদেরকে রক্ষা করেন যখন যেখানে এবং

যেভাবে খুশী তিনি কাজ করেন। এই জন্য সমস্ত মনোনীতদের যারা বাহ্যিকভাবে বাক্যের পরিচর্যা দ্বারা আহ্বানের অযোগ্য তারাও নাজাত পাবে। ইহো.৩:৩,৫,৬,৮

১০.৪ অন্যেরা মনোনীত নয়, যদি তাদেরকে বাক্যের পরিচর্যা দ্বারা আহ্বান করা হয়ে থাকে এবং পবিত্র আত্মার কিছু সাধারণ কাজের অভিজ্ঞতাও তাদের হতে পারে, তবু যেহেতু তাদেরকে পিতা কর্তৃক ফলপ্রসুভাবে আকর্ষণ করা হয়নি এই জন্য তারা প্রকৃতভাবে মসীহের নিকট আসবে না বা আসতে পারবে নাও এবং ইহার ফলে তারা নাজাত পাবে না। যে সমস্ত মানুষ ঈসায়ী ঈমানকে আলিঙ্গান করেনি তারা নাজাত পাবে না জীবনকে প্রকৃতির আলোতেও তারা যে ধর্ম স্বীকার করে তার প্রয়োজন অনুসারে গঠন করতে তারা যতই পরিশ্রমী হোক না কেন। মথি.১৩:২০,২১; ২২:১৪; ইহো.৪:২২; ৬:৪৪-৪৫,৬৫;১৭:৩; প্রেরি.৪:১২; ইব্রা.৬:৪-৬; ১ইহো.২:২৪:২৫

১১.১ সততা প্রতিপাদন

যাদেরকে খোদা ফলপ্রসুভাবে আহ্বান করেন তিনি তাদের বিনা মুল্যে নির্দোষ বলে গ্রহন করেন, তাদের মধ্যে সততা ঢেলে দিয়ে নয় কিন্তু তাদের পাপ ক্ষমা করে এবং তাদেরকে ধার্মিক বলে গণনা ও গ্রহন করে, তাদের মধ্যকার কোন বৈচিত্রের অথবা তাদের কোন কৃত কর্মের জন্য নয়, বরং কেবল মাত্র মসীহের স্বার্থে । প্রভু তাদের বিশ্বাস অথবা তাদের বিশ্বাস করা অথবা সুসমাচারের বাধ্যতার কোন কাজের ধার্মিকতা গণ্য করেন এই কারণে তাদেরকে নির্দোষ বলে গ্রহন করা হয়নি।

প্রভু কর্তৃক তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ বলে গ্রহন করা হয় কেবল মাত্র মসীহের ধার্মিকতা তাদের উপর আরোপের মাধ্যমে। সমস্ত আইনে মসীহ

সক্রিয় বাধ্যতা ও মৃত্যুতে তাঁর পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার প্রভু তাদের উপর আরোপ করেন। তারা বিশ্বাসে মসীহের ধার্মিকতা গ্রহণ করে এবং তার উপর নির্ভর করে। তারা নিজেরাই এই বিশ্বাস এর অধিকারী নয় অথবা উৎপাদন করতে পারে না। ইহা প্রভুর দান। ইহো.১:১২; রোম.৩:২৪, ৪৫-৪৮; ৫:১৭-১৯; ৮:৩০; ১কর.১:৩০,৩১; ইফি.১:৭; ২:৮-১০; ফিলি.৩:৮,৯

১১.২ যে বিশ্বাস মসীহের ধার্মিকতা গ্রহন করে ও তাঁর উপর নির্ভর করে তা নির্দোষ বলে গ্রহণ করার একমাত্র উপকরণ। তবু এই বিশ্বাস শুধুমাত্র একা নয় যার জন্য মানুষকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য নাজাতদায়ী অনুগ্রহ সর্বদাই এর সংগে থাকে এবং ইহা কোন মৃত: বিশ্বাস নয়, বরং ইহা ভালবাসায় কাজ করে। রোম.৩:২৮; গালা.৫:৬; ইয়া.২:১৭,২২,২৬

১১.৩ মসীহ তাঁর বাধ্যতা ও মৃত্যু দ্বারা সকলকে ঋণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেছেন। যাদেরকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয় তাদের পক্ষে নিজেকে কোরবানী করে তাঁর ক্রোসের রক্তের মাধ্যমে তাদের পরিবর্তে তাদের প্রাপ্য শাস্তির মধ্য দিয়ে গমন করলেন এভাবে তাদের পক্ষে প্রভুর বিচারের সঠিক, সত্য ও পূর্ণ সন্তুষ্টি সাধন করেন। কারণ পিতা কর্তৃক তাদের জন্য তাঁকে দেয়া হয়েছিল এবং এই জন্য তাদের পরিবর্তে তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টিকে গ্রহন করা হয়েছে (বিনামূল্যে তাদের মধ্যকার কোন কিছুর জন্য নয়) ফলে তাদেরকে নির্দোষ বলে গ্রহন করা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে এবং তা কেবল উদার করুণায় যাতে প্রভুর সঠিক বিচার ও মহান করুণা গৌরবান্বিত হয় পাপীদেরকে নির্দোষ বলে গ্রহন করার মাধ্যমে। যিশা.৫৩:৫,৬; রোম.৩:২৬; ৮:৩২; ২কর.৫:২১; ইফি.১:৬,৭; ২:৭:;ইব্রা.১০:১৪; ১পি.১:১৮,১৯

১১.৪ অনন্ত কাল হতে খোদা নির্ধারণ করেছেন মনোনীতদেরকে নির্দোষ বলে গ্রহন করার, সময় পূর্ণ হলে পর মসীহ তাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন এবং পুণরায় জেগে উঠলেন তাদের নির্দোষিতা প্রতিপাদনের জন্য। কখোনোই ব্যক্তিগতভাবে তাদের নির্দোষিতা প্রমাণিত হয় না যতক্ষন পর্যন্ত না পবিত্র আত্মা সঠিক সময়ে মসীহকে তাদের মধ্যে যথাযথভাবে স্থাপন করেন। রোম .৪:২৫; গালা. ৩:৮; কল. ১:২১,২২; ১তীম.২:৬; তীত. ৩:৪-৭; ১পিতর. ১:২

১১.৫ যাদেরকে নির্দোষ বলে গ্রহন করা হয়েছে প্রভু তাদের পাপ অনবরত ক্ষমা করে যান, যদিও তারা কখোনোই নির্দোষ বলে গ্রহণ করার পর্যায় থেকে পতিত হতে পারবে না, তথাপি তাদের পাপের কারণে খোদার পিতৃতুল্য অসন্তুষ্টির সম্মুখে পতিত হতে পারে। ঐ অবস্থায় তাদের মধ্যে প্রভুর মুখের জ্যোতি সাধারণত পুণ:স্থাপিত থাকে না যতক্ষন পর্যন্ত না তারা নিজেদেরকে বিনীত করে, পাপ স্বীকার করে, পাপের ক্ষমা চায় এবং তাদের বিশ্বাস ও অনুতাপকে নবায়ন করে। গীত.৩২:৫,৫১; ৮৯:৩১-৩৩, মথি.৬:১২; ২৬:৭৫; ইহো. ১০:২৮; ১ইহো.১:৭,৯

১১.৬ পুরাতন নিয়মের সময়ে বিশ্বাসীদের যেভাবে নির্দোষ বলে গ্রহন করা হতো ঠিক তেমনি নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয়। রোম.৪:২২-২৪; গালা.৩:৯

১২:১ দত্তক/পোষ্য গ্রহণ

প্রভু সম্মত হয়েছেন যে মসীহতে, তাঁর একমাত্র পুত্র এবং তাঁর জন্য যাদেরকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয়েছে তাদেরকে দত্তক অনুগ্রহের অংশীদার করা হবে যা দ্বারা তাদেরকে প্রভুর সন্তানগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের স্বাধীনতা ও সুবিধাসমূহ উপভোগ করেছে। তারা তাঁর নাম গ্রহণ করেছে এবং দত্তক আত্মা গ্রহন করেছে। সাহসের সহিত অনুগ্রহ সিংহাসনে প্রবেশের অধিকার তাদের আছে এবং তাদেরকে সক্ষম করা হয়েছে 'আব্বা' বা 'পিতা' বলে ডাকতে। তাদেরকে দয়া দেখানো হয়েছে, রক্ষা করা হয়েছে, সরবরাহ করা হয়েছে এবং একজন পিতার মত তাঁর কর্তৃক সংশোধণ করা হয়েছে তথাপি তাদেরকে কখনো পরিত্যাগ করা হয়নি। কিন্তু মুক্তি দিবসের জন্য সিল মোহর করা হল, যখন তারা উত্তরাধিকারী হিসাবে চিরস্থায়ী নাজাতের প্রতিজ্ঞা সফল লাভ করে। গীত.১০৩:১৩; ইহো.১৪:২৬; যিশাইয়.৫৪: ৮,৯; বিলাপ.৩:৩১; ইহো.১:১২; ইফি.১:৫; ২:১৮; ৪:৩০; ইব্রা.১:১৪; ৬:১২; ১২:৬; ১পিতর.৫:৭; প্রকা.৩:১২

১৩.১ বিশুদ্ধকরণ

যারা মসীহতে একত্রিত, ফলপ্রসুভাবে আহুত এবং নবজীবন লাভ করেছে নতুন হৃদয় ও আত্মা আছে যা মসীহের মৃত্যু ও পুণরুত্থানের ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে, তখন তাদেরকে আরও বিশুদ্ধ করা হয় ব্যক্তিগত ও খুব বাস্তব পন্থায় মসীহের মৃত্যু ও পুণরুত্থানের বলে এবং তাঁর বাক্য ও পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে বসবাস করে বলে পূর্ণাঙ্গ পাপের শাসন বিনষ্ট হয়। পাপের শরীরের বিভিন্ন প্রলোভন ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও আহত হচ্ছে, এবং মসীহের লোকেরা ক্রমান্বয়ে উজ্জীবিত ও শক্তিশালী হচ্ছে সমস্ত রক্ষাকারী

করুণায়,সমস্ত সত্য ও পবিত্রতা অভ্যাস করার জন্য যা ব্যতীত কোন মানুষই প্রভুকে দেখতে পাবে না। ইহো.১৭:১৭; প্রেরিত.২০:৩২; রোম.৬:৫,৬,১৪; ২কর.৭:১; গালা.৫:২৪; ইফি.৩:১৬-১৯; কল.১:১১; ১থিষল.৫:২১-২৩; ইব্রা.১২:১৪

১৩.২ এই বিশুদ্ধ করণ সম্পূর্ণ মানুষে বিস্তার করে, তথাপি এই জীবনে ইহা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। প্রত্যেক অংশে দুষনের কিছু ধ্বংসাবশেষ বেঁচে থাকে এবং ইহা হতে একটি বিরামহীন যুদ্ধের উদ্ভব হয় দুই শত্রুভাবাপন্ন দলের মধ্যে মাংসের কামনা বাসনা আত্মার বিরুদ্ধে এবং আত্মা মাংসের বিরুদ্ধে। রোম.৭:১৮; গালা.৫:১৭; ১থিষল.৫:২৩; ১পি.২:১১

১৩.৩ এই যুদ্ধে যদিও অবশিষ্ট দুষন এক সময় মারাত্মকভাবে বিজয়ী হতে পারে। তথাপি মসীহের বিশুদ্ধকারী আত্মা হতে অনবরত শক্তি সরবরাহের মাধ্যমে নব জীবনের অংশ বিজয়ী হয়। এবং তাই ধার্মিকগণ প্রভুর ভয়ে করুণায় নিপুঁন পবিত্রতায় বেড়ে উঠে, বেহেস্তী জীবনের অনুসরন করা আন্তরিক বাধ্যতায় এ সমস্ত বিধি-বিধান সমুহের যা মসীহ রাজা এবং প্রধান হিসাবে, তাঁর বাক্যে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। রোম.৬:১৪; ৭:২৩; ২কর.৩:১৮; ৭:১; ইফি.৪:১৫,১৬

১৪.১ নাজাতের বিশ্বাস

অনুগ্রহের বিশ্বাস যা দ্বারা মনোনীতদেরকে সক্ষম করা হয় বিশ্বাস করতে, যাতে তাদের আত্মা নাজাত পায়, ইহা হল মসীহের আত্মার কাজ তাদের অন্তরে, যা সাধারনত বাক্যের পরিচর্যা দ্বারা অস্বিত্বে আনিত হয়। ইহাকে পবিত্র আত্মার কাজ দ্বারা বাক্যের পরিচর্যার মাধ্যমে এবং অবগাহন ও প্রভুর ভোজ, মোনাজাত ও প্রভুর মনোনীত উপায় সমুহ পরিচালনার মাধ্যমে ও সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী করা হয়। লুক.১৭:৫; প্রেরিত.২০:৩২; রোম.১০:১৪,১৭; ২কর .৪:১৩; ইফি.২:৮; ১পিতর.২:২

১৪.২ বিশ্বাস দ্বারা একজন ঈমানদার বিশ্বাস করে যে, যা কিছু বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে তা সত্য, কারণ এই বাক্যে আছে প্রভুর নিজের কর্তৃত্ব। এই রক্ষাকারী বিশ্বাস দ্বারা একজন ঈমানদার একটি চমকপ্রদতা বাক্যে উপলব্ধি করতে পারে যা এই পৃথিবী সমস্ত লেখা এবং সব কিছুর উর্ধ্বে, কারণ এই বাক্য প্রভুর গৌরব প্রকাশ করে, মসীহের প্রকৃতি ও দায়িত্বের চমকপ্রদতা প্রদর্শন করে, এবং আরও পবিত্র আত্মার ক্ষমতা ও পুর্ণতা তাঁর কাজ কর্মে। এভাবে ঈমানদারদেরকে সক্ষম করা হয় সত্যের উপর তাদের আত্মা স্থাপন করতে যা তারা বিশ্বাস করেছে এবং বিভিন্ন শিক্ষা ও পর্যবেক্ষনে সাড়া দিতে যা কিতাবের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সংরক্ষিত। রক্ষাকারী বিশ্বাস থাকে প্রস্তুত করে আদেশ সমুহ বুঝতে ও পালন করতে, সতর্কবানী ভক্তি ও ভয়ের সহিত শ্রবণ করতে এবং প্রভুর প্রতিজ্ঞা সকল আলিঙ্গান করতে যা এই জীবনের ও আসন্ন জীবনের। কিন্তু রক্ষাকারী বিশ্বাসের সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান কাজ হলো যা মসীহের সাথে সরাসরি কৃত হয়, যখন আত্মা সম্মত হয়,গ্রহন করে এবং শুধুমাত্র তাঁর উপর নির্ভর করে নির্দোষ বলে গ্রহণ করার জন্য এবং তা করুণা চুক্তির বলে। (গীত.১১৯:৭-১০: ১১৯:৭২ ; যিশা.৬৬:২ ; ইহো.১:১২ ; ১৫:১৪ ; প্রেরিত.১৫:১১ ; ১৬:৩১ ; ২৪:১৪ ; গালা.২:২০ ;

২তীম.১:১২ ; ইব্রা.১১:১৩)

১৪.৩ এই বিশ্বাস , যদিও ইহা মাত্রায় পার্থক্য আছে এবং দুর্বল ও সবল হতে পারে, এমনকি ইহার দুর্বলতম অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে একটি ভিন্ন পর্যায় ও প্রকৃতি আছে (অন্যান্য রক্ষাকারী অনুগ্রহের দিক সমূহের মতই) যা সাধারণত করুণা ও বিশ্বাস হতে ভিন্ন তা সাধারন বিশ্বাসীদের অধিকার আছে। অতএব, যদিও ইহাকে প্রায়ই আক্রমন করা হয় এবং দুর্বল করা হয় তথাপি ইহা বিজয়ী হয়, অনেক বার বেড়ে উঠে মসীহের মাধ্যমে পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হয়, যিনি আমাদের বিশ্বাসের লেখক ও সম্পাদনকারী উভয়ই। (মথি.৬:৩০; রোম.৪:১৯,২০; ইফি.৬:১৬; কল.২:২; ইব্রা.৫:১৩,১৪; ৬:১১,১২; ১২:২; ২পিতর.১:১; ১ইহো.৫:৪,৫)

১৫.১ পাপের অনুশোচনা এবং নাজাত

মনোনীতদের মধ্যে যারা পরিনত বয়সে পরিবর্তিত হয়েছে প্রকৃতির অবস্থায় কিছু দিন জীবন-যাপন করেছে এবং এই অবস্থায় অনেক প্রলোভন ও ফুর্তির সেবা করেছেন, প্রভু তাদেরকে অনুতাপ প্রদান করেন যা জীবনের দিকে পরিচালিত করে, একটি ফলপ্রসূ আহ্বানের মাধ্যমে। (তীত.৩:২-৫)

১৫.২ কারণ একজনও নাই যে ভাল কাজ করে এবং পাপ করে নাই, কারণ মানুষের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জনও মহা পাপে উত্তেজনায় পতিত হতে পারেন, তাদের নিজেদের ভিতরে বসবাসরত দুষণ ও ক্ষমতার প্রলোভনের মাধ্যমে, প্রভু করুণা চুক্তিতে সদয়ভাবে প্রদান করেছেন যে যখন বিশ্বাসীগণ পাপ করে এবং পতিত হয় অনুতাপের মাধ্যমে তাদেরকে নাজাত নবায়ন করা হবে। উপদেশক.৭:২০; লুক.২২:৩১,৩২

১৫.৩ রক্ষাকারী অনুতাপ একটি আন্তরিক করুণা, যা দ্বারা একজন ব্যক্তিকে

উপলব্ধি করানো হয়, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তার পাপের বহু প্রকার মন্দতা এবং মসীহতে বিশ্বাস প্রদান করা হয়। তার পাপের জন্য প্রভু ভক্তি দু:খে নিজেকে অবনত করে, তার পাপের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও নিজের প্রতি ঘৃণা ভরে। এইরকম অনুতাপে ঐব্যক্তি নিজেও পাপের ক্ষমা ও করুণা শক্তির জন্য মোনজাত করে। পবিত্র আত্মার শক্তি সরবরাহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য আছে তা হল প্রভুর সামনে চলতে ও সমস্ত কিছুতে তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে সন্তুষ্ট করতে। গীত.১১৯:৬, ১২৮; যিহি.৩৬:৩১; সখরিয়.১২:১০; প্রেরিত. ১১:১৮; ২কর.৭:১১

১৫.৪ যেহেতু অনুতাপ আমাদের জীবনের সমস্ত কার্যধারায় চলবে, শরীরে মৃত্যুর হিসাব ও ইহার গতিবিধির উপর এই জন্য প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব হলো সুনির্দিষ্ট জানা পাপের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে অনুতাপ করা। লূক.১৯:৮; ১তীম.১:১৩,১৫

১৫.৫ এই রকম অবস্থা যা প্রভু মসীহের মাধ্যমে করুণা চুক্তিতে সম্পাদন করেছেন তা বিশ্বাসীগণকে নাজাতের পথে সংরক্ষন করার জন্য। যেন এমন একটি সবচেয়ে ক্ষুদ্র পাপও যদি নরকভোগে আনার মত কোন বড় পাপ নাই। ইহা নিয়মিত অনুতাপ প্রচার করা আবশ্যক করে তুলে। যিশা.১:১৬-১৮; ৫৫:৭; রোম.৬:২৩

১৬.১ ভাল কাজ

শুধুমাত্র ঐসব কাজ যে কাজের আদেশ প্রভু তাঁর পবিত্র বাক্যে দিয়েছেন, যেসব কাজের বাক্যের সমর্থন নাই এবং মানুষের অন্ধ আবেগে অথবা কোন ভাল উদ্দেশ্যের ছলে পরিকল্পিত ঐগুলো ভাল কাজ নয়। যিশা.২৯:১৩; মিখা.৬:৮; মথি.১৫:৯;ইব্রা.১৩:২১

১৬.২ প্রভুর আদেশের বাধ্যতায় ভাল কাজ সাধিত হয়, যেমন : সত্য ও জীবন্ত বিশ্বাসের ফল ও প্রমাণ। ইহা দ্বারা বিশ্বাসীগণ তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও প্রদর্শন করে তাদের নিশ্চয়তাকে শক্তিশালী করে, বিশ্বাসী ভাইদের নৈতিক উন্নতি সাধন করে সুসমাচারের উক্তিকে অলংকৃত করেন, শত্রুদের মুবন্ধ করেন এবং প্রভুকে গৌরবান্বিত করেন।যাদের ক্রিয়া নৈপুন্য এই রকম মসীহতে তাদের সৃষ্টি হয়েছে ভাল কাজ সম্পাদন করার জন্য এবং পবিত্রতার ফল ধারন করার জন্য যা অনন্ত জীবনের দিকে পরিচালিত করে। গীত. ১১৬:১২, ১৩; মথি. ৫:১৬; রোম. ৬:২২; ইফি. ২:১০; ফিলি. ১:১১; ১তীম. ৬:১; যাকোব. ২:১৮,২২; ১পিতর.২:১৫; ২পিতর. ১:৫–১১; ১ইহো.২:৩,৫

১৬.৩ তাদের এই ভাল কাজ করার ক্ষমতা কোন ভাবেই তাদের মধ্য থেকে আসে নাই, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মসীহের আত্মা হতে আসে। ভাল কাজ করতে তাদের সক্ষম করার জন্য যে করুণা তারা ইতিমধ্যে গ্রহন করেছে পাশাপাশি ইহা তাদের প্রয়োজন, একই পবিত্র আত্মা আরও বাস্তব পরিচালনায় আসার জন্য যাতে তারা ইচ্ছা করে ও কাজ করে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের মধ্যে যেন তুচ্ছতাছিল্যের জন্ম না হয়, যেন তারা বাধ্য ছিল না কোন কর্তব্য সম্পাদন করতে যতক্ষন পর্যন্ত না পবিত্র আত্মা দ্বারা বিশেষ কোন প্রস্তাব দেয়া হয়। তাদেরকে অবশ্যই পরিশ্রমী হতে হবে প্রভুর

যে করুণা তাদের মধ্যে দেয়া হয়েছে তাকে জাগ্রত করে তোলার জন্য। যিশা. ৬৪:৭; ইহো. ১৫:৪,৫; ২করি. ৩:৫; ফিলি. ২:১২,১৩; ইব্রা. ৬:১১,১২

১৬.৪ যারা সবচেয়ে উর্ধ্বে পৌঁছেছে এই জীবনে যতটুকু সম্ভব প্রভুর প্রতি তাদের বাধ্যতায়, তখনও কর্তব্য কর্মের চেয়ে অতিরিক্ত করা থেকে তারা অনেক দুরে থাকে এবং প্রভু যা চান তার চেয়ে বেশি করা থেকে, প্রভুর প্রতি তাদের বাধ্যতামুলক করনীয় কর্তব্যে অনেক ঘাটতি পড়ে থাকে। (ইয়োব.৯:২,৩; গালা.৫:১৭)

১৬.৫ আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট কাজের যোগ্যতায় পাপের ক্ষমা বা অনন্ত জীবন প্রভুর নিকট হতে পেতে পারি না, কারণ আমাদের সর্ব উৎকৃষ্ট কাজ ও আসন্ন গৌরবে বিরাট বৈষম্য এবং আরও কারণ হলো আমাদের ও প্রভুর মধ্যে অসীম দুরত্ব। আমাদের পাপের জন্য যে পরিমান ঋণ আমরা প্রভুর কাছে দেনা সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাজ আমাদের কোন উপকারে আসে না অথবা প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। যখন আমরা যতটুকু করতে পারি ততটুকু করি, তখন আমরা কেবল আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করি, এবং এর পর অনুপকারী গোলাম :। এবং যদি কোন ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত আমাদের কাজ ভাল বলে গন্য হয় তবে ইহা পবিত্র আত্মার কাজ থেকে উৎপন্ন। এমন কি এর পর ও ভাল কাজ আমাদের দ্বারা এত নোংরা হয় এবং দুর্বলতা ও ত্র”টির সাথে মিশে প্রভুর বিচারের তীব্রতায় আর বেঁচে থাকতে পারে না। (গীত. ১৪৩:২; যিশা. ৬৪:৬; লুক. ১৭:১০; রোম. ৩:২০; ৪:৬; গালা. ৫:২২,২৩; ইফি.২:৮,৯)

১৬.৬ তথাপি বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিশ্বাসীদেরকে মসীহের মাধ্যমে স্বতন্ত্র আত্মা হিসাবে গ্রহন করা হয়েছে এবং তাদের ভাল কাজও মসীহের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে্ ইহা এমন নয় যে বিশ্বাসীরা (এই জীবনে)

সম্পূর্ণভাবে প্রভুর দৃষ্টিতে অদুষনীয় ও অনিন্দনীয়, কিন্তু তিনি তার পুত্রকে তাদের মধ্যে দেখতে পান যখন তিনি তাদের দিকে তাকান, এবং যাকিছু খাঁটি তাকে গ্রহণ ও পুরস্কৃত করে তিনি সন্তুষ্ট। যদি ও ইহার সাথে অনেক দুর্বলতা ও ত্র”টি থাকে। (মথি.২৫:২১,২৩; ইফি.১:৬; ইব্রা.৬:১০; ১পিতর.২:৫)

১৬.৭ নব জীবন লাভ করেন নাই এমন লোক দ্বারা কৃত কাজ যদিও প্রভুর নির্দেশিত কাজের মধ্যে পড়ে থাকে এবং তা হতে পারে তাদের ও অন্যদের উভয়ের জন্য উপকারী, তথাপি যেহেতু ইহা বিশ্বাস দ্বারা বিশুদ্ধকৃত অন্তর হতে আসে নাই এবং বাক্য অনুসারে সঠিক প্রণালীতে করা হয় নাই এবং যেহেতু তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য প্রভুকে গৌরব দেয়া নয়, এই জন্য এইগুলো পাপপূর্ণ, এবং প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, কোন লোককে উপযুক্তও করতে পারে না প্রভুকে অনুগ্রহ পাবার। নবজীবন লাভ করে নাই এমন লোকের জন্য এই রকম কাজকে অবহেলা করা আরও বেশি পাপময় ও প্রভুর নিকট অসন্তুষ্টি জনক। : : (আদি. ৪:৫, ১ রাজা. ২১:২৭,২৯) ২ রাজা. ১০:৩০, ইয়োব. ২১:১৪,১৫, আমো. ৫:২১,২২ মথি. ৬:২,৫, ২৫:৪১-৪৩, রোম. ৯:১৬, ১কর. ১৩:১ তীত. ৩:৫, ইব্রা. ১১:৪,৬)

১৭.১ ধার্মিকদের অধ্যবসায়

প্রিয়জনের প্রভু যাদেরকে গ্রহণ করেছেনও ফলপ্রসুভাবে আহ্বান করেছেন, ও তাঁর আত্মা দ্বারা বিশুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর মনোনীতদের সেইমূল্যবান বিশ্বাস দিয়েছেন তারা সম্পূর্ণভাবে বা একেবারে কখনো অনুগ্রহের পর্যায় থেকে পতিত হতে পারে না, কিন্তু তারা অবশ্যই ঐ পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ী হতে হবে, এবং অনন্ত কালের জন্য রক্ষিত হবে। ইহা এই জন্য যে উপকার ও প্রভুর আহ্বান কখনো ফিরিয়ে নেয়া হয় না এবং তাই তিনি অনবরত তাদের মধ্যে তিনি উৎপাদন ও পালন করেন বিশ্বাস, অনুতাপ, ভালবাসা, আনন্দ, আশা এবং আত্মার সমস্ত অনুগ্রহ সকল যা অমরত্বের দিকে পরিচালিত করে। যদিও অনেক ঝড় ও বন্যা উঠে ধার্মিকগণের উপর আঘাত হানে, তথাপি এই সকল জিনিস কখনোই সক্ষম হবে না তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে তারা বিশ্বাস দ্বারা যে ভিত্তি ও পাথরের সাথে বাঁধা তা হতে।

এমনকি যদি ও অবিশ্বাস ও শয়তানের প্রলোভনের মাধ্যমে, দৃষ্টি ও আলোর অনুভূতি এবং প্রভুর ভালবাসা কিছু সময়ের জন্য তাদের নিকট মেঘা”ছন্ন ও অস্পষ্ট হতে পারে, তথাপি প্রভু কিন্তু একই রকম থাকেন এবং তারা নিশ্চিত যে তাঁর ক্ষমতায় তিনি তাদেরকে ধরে রাখবেন, তাদের নাজাত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যখন তারা তাদের ক্রয়কৃত সম্পত্তি উপভোগ করবে, তাঁর হাতের তালুতে তাদের ছাপ মুদ্রিত এবং তাদের নাম তাঁর জীবন বই এ অনন্তকাল ধরে লিখা আছে। (গীত. ৮৯:৩১,৩২; মালা.৩:৬; ইহো.১০:২৮,২৯; ১কর.১১:৩২; ফিলি.১:৬; ২তীম.২:১৯; ১ইহো.২:১৯)

১৭.২ ধার্মিকগণের এই অধ্যবসায় তাদের উপর নির্ভর করে না যা তাদের নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা। ইহা নির্ভর করে মনোনয়নের রায়ে অপরিবর্তনীয়তার

উপর, যা পিতা ঈশ্বরের স্বাধীন ও অপরিবর্তনীয় ভালবাসা হতে প্রবাহিত হয়। ইহা নির্ভর করে ফলদানের ক্ষমতার যোগ্যতা ও মসীহের মধ্যস্থতার উপর এবং প্রকৃত ধার্মিকগণের যে সংযোগ আছে মসীহের সাথে তার উপর। উহা প্রভুর শপথের উপর ও তাঁর আত্মায় সংযুক্ত থাকার উপর নির্ভর করে। ইহা নির্ভর করে তাদের মধ্যে প্রভুর বীজের অস্তিত্বে ও করুণা চুক্তির প্রতিটি প্রকৃতির উপর।

–এই সমস্ত বিষয়গুলো ধার্মিকগণের অধ্যবসায় ও নিরাপত্তায় নিশ্চয়তা ও অব্যর্থতা প্রদান করে। (যির.৩২:৪০; ইহো. ১৪:১৯; রোম. ৫:৯,১০; ৮:৩০; ৯:১১,১৬; ইব্রা.৬:১৭,১৮; ১ইহো.৩:৯)

১৭.৩ শয়তানের ও পৃথিবীর প্রলোভনের মাধ্যমে হয়ত ধার্মিকগণের অবশিষ্ট পাপের প্রবণতা তাদের উপর বিজয়ী হয় এবং প্রভু প্রদত্ত পন্থাসমূহ যা তাদের পালন করার কথা তার প্রতি অবহেলার মাধ্যমে শোচণীয় পাপে পতিত হয়। তারা হয়ত এই অবস্থায় কোন কিছু সময়ের জন্য চলতে থাকে, এইজন্য তারা প্রভুর অসন্তুষ্টিকে নিজের উপর আনে, তাঁর পবিত্র আত্মাকে দু:খ দেয়, তাদের লাবন্য ও আরামের অবণতিতে দুর্ভোগ পোহায়, তাদের অন্তকরন কঠিন হয় ও বিবেক আহত হয়, অন্যদেরকে আঘাত ও কলংকিত করে। ইহা দ্বারা তারা তাদের উপর সাময়িক শাস্তি আনয়ন করে। তথাপি তারা পুনরায় অনুতাপ করবে ও শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত হবে মসীহতে বিশ্বাসের মাধ্যমে। (২শমূ.১২:১৪; গীত.৩২:৩,৪; ৫১:১০,১২; যিশা.৬৪:৫,৯; মথি. ২৬:৭০, ৭২, ৭৪; লুক.২২:৩২,৬১,৬২; ইফি.৪:৩০)

১৮.১ নাজাতের নিশ্চয়তা

যদিও সাময়িক বিশ্বাসীরা ও অন্যান্য অনবজাত মানুষ হয়ত বৃথাই নিজেদেরকে প্রতারিত করে মিছে আশা ও ইন্দ্রিয় অনুমান দ্বারা যে তারা প্রভুর অনুগ্রহের মধ্যে ও নাজাতের পর্যায়ে আছে, এই রকম আশা তাদের থেকেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যারা সত্যিই মসীহকে বিশ্বাস করে ও একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ভালবাসে, ও সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে প্রভুর সামনে, সুষ্ঠ নীতিবোধে চলাফেরা করার জন্য, এই জীবনে তারা হয়ত অবশ্যই নিশ্চিত হবে যে তারা প্রভুর অনুগ্রহের পর্যায়ে আছে এবং প্রভুর গৌরবের আশায় আনন্দ করবে। এই রকম প্রত্যাশা কখনোই তাদের লজ্জিত করবে না। (ইয়োব.৮:১৩,১৪; মথি.৭:২২,২৩; রোম.৫:২,৫; ১ইহো.২:৩; ৩:১৪,১৮,১৯,২১,২৪; ৫:১৩)

১৮.২ এই নিশ্চয়তা কেবল একটি আনুমানিক ধর্ম মত নয় এমনকি ভ্রান্ত আশার উপর প্রতিষ্ঠিত সম্ভাব্য ধর্মমতও নয়। ইহা একটি অভ্রান্ত বিশ্বাসের নিশ্চয়তা যা মসীহের রক্ত ও ধার্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত যা কিতাবে প্রকাশিত রয়েছে। ইহা প্রতিষ্ঠিত আত্মার ঐসমস্ত অনুগ্রহের অভ্যন্তরীন প্রমাণের উপরও যা কিতাবে করা সুনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞার সাথে সম্পর্কযুক্ত। দত্তক আত্মার সাক্ষ্যের উপরও যিনি আমাদের অন্তরে সাক্ষ্য দেন যে আমরা প্রভুর সন্তান এবং যিনি নিশ্চয়তার অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করেন আমাদের আত্মাকে নম্র ও পবিত্র রাখতে। (রোম.৮:১৫,১৬; ইব্রা.৬:১১,১৭–১৯; ২পিতর.১:৪,৫,১০,১১; ১ইহো.৩:১–৩)

১৮.৩ এই অভ্রান্ত নিশ্চয়তা বিশ্বাসের অস্থিত্বের সাথে এত বেশি সম্পৃক্ত নয় যে, ইহা একটি স্বয়ংক্রিয় ও অনিবার্য অভিজ্ঞতা। একজন সত্যিকারে বিশ্বাসীকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে ইহার অংশীদার হবার

পূর্বে। যেহেতু পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে সক্ষম করা হয় প্রভু বিনামূল্যে থাকে যে সব জিনিস দিয়েছেন তা জানতে, সে হয়ত, অসাধারন কোন বহি: প্রকাশনা ছাড়াই এই নিশ্চয়তা অর্জন করতে পারে অনুগ্রহের পন্থা সমূহ সঠিক ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে। এই জন্য ইহা প্রত্যেকের দায়িত্ব তার মনোনয়ন ও আহ্বান নিশ্চিত করার জন্য সর্বাদিক পরিশ্রম দেয়া, যাতে পবিত্র আত্মায় শান্তিতে ও আনন্দে তার হৃদয় প্রসারিত হয় প্রভুর প্রতি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতায় এবং বাধ্যতার কর্তব্য সকল সামর্থ্য ও আনন্দের সাথে পালন করতে পারে। এই কর্তব্য সকল নিশ্চয়তার প্রাকৃতিক ফল কারণ ইহা মানুষের ডিলেমী বা কুঁড়েমীর আসক্তি থেকে অনেক উর্ধ্বে। (গীত.৭৭:১-১২; গীত.৮৮: ১১৯,৩২; যিশা.৫০:১০; রোম.৫:১,২,৫, ৬;১,২, ১৪:১৭; ইব্রা.৬:১১,১২; ১ইহো.৪:১৩)

১৮.৪ প্রকৃত বিশ্বাসীদের নাজাতে এই নিশ্চয়তা আছে যে অনেকভাবে তাদের বিশ্বাসকে ঝাঁকানো হবে, হ্রাস করা হবে অথবা বিরাম দেওয়া হবে। এটা হতে পারে ইহাতে তাদের অধ্যবসায়ের অবহেলার কারণে অথবা তারা কোন বিশেষ পাপে পতিত হয়েছে যা নীতি-বোধে আঘাত এনেছে এবং পবিত্র আত্মাকে দু:খ দিয়েছে অথবা আকস্মিক বা শক্তিশালী কোন প্রলোভনের কারনে অথবা প্রভু তার মুখের আলোকে তুলে নেয়াতে এমনকি যারা তাকে ভয় করে তাদেরকে অন্ধকারে হাঁটাে"ছন আলো বিহীন। তথাপি বিশ্বাসীগণকে কখনোই প্রভুর বীজ ও বিশ্বাসের জীবন, মসীহের ও বিশ্বাসীভাইদের ভালবাসা, হৃদয়ের একনিষ্ঠতা এবং আত্মীক দায়িত্ব সম্পর্কে নীতি-বোধ বিহীন পরিত্যাগ করা হয় না। এই সমস্ত জিনিস হতে, পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে তাদের নিশ্চয়তা উপযুক্ত সময়ে উজ্জীবিত হতে পারে। এই সময়ে এই সমস্ত করুণা উপস্থিতি তাদেরকে চরম নৈরাশ্য থেকে রক্ষা করে। (গীত.৩০:৭; ৩১:২২; ৪২:৫,১১; ৫১:৮,১২,১৪: ৭৭;৭:৮;

১১৬:১১; পরম. ৫:২৩,৬; বিলাপ. ৩:২৬-৩১; লুক. ২২:৩২; ১ইহো. ৩:৯)

১৯.১ প্রভুর আইন

প্রভু আদমকে একটি আইন দিয়েছিলেন সর্বজনীন বাধ্যতার জন্য যা তার অন্তরে লিখা ছিল, এবং তিনি তাকে (আদম) সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়ে ছিলেন ভাল ও মন্দ জ্ঞান দায়ক গাছের ফল না খাবার ব্যাপারে। ইহা দ্বারা আদম ও তাঁর বংশগণ বাধ্য ছিল ব্যক্তিগত, সম্পূর্ণ, সঠিক ও চিরস্থায়ী আজ্ঞানুবর্তিতার, আইন পালনে জীবনের প্রতিশ্র"তি ছিল এবং ইহার লঙ্ঘনে মৃত্যুর ভয় প্রদর্শন। একই সময়ে আদমকে ভুষিত করা হয়েছিল ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়ে ইহা পালন করার জন্য। (আদি. ২:১৬,১৭; উপ. ৭:২৯; রোম. ১০:৫; গালা. ৩:১০,১২)

১৯.২ একই আইন যা প্রথমে মানুষের অন্তরে লিখা ছিল, পতনের পর তা ধার্মিকতার নিখুঁত নিয়ম হিসাবে চলতে থাকল এবং সিনাই পর্বতের উপর দশ আজ্ঞায় প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল ও দু'টি ফলকে তা লিখিত ছিল, প্রথম চারটিতে প্রভুর প্রতি আমাদের দায়িত্ব বর্ণিত এবং অন্য ছয়টিতে রয়েছে মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব। (দ্বিতীয়.১০:৪; রোম.২:১৪,১৫)

১৯.৩ এই আইন ব্যতীত, যা সাধারনত সামাজিক আইন বলা হয়, প্রভু সন্তুষ্ট ছিলেন ইস্রায়েল জাতীকে আচার-অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য মুলক কিছু জরুরী আইন-কানুন প্রদানে। এই সমস্ত জরুরী বিধি সমূহ ছিল তাদের ইবাদতের অংশ বিশেষ সম্পর্কে এবং তাদের মধ্যে মসীহকে পুর্ব-অংকিত করা হয়েছিল তাঁর গুণাবলী, যোগ্যতা, তাঁর কাজ, তাঁর দু:খ ভোগ ও তাঁর উপকার সহ। এই সমস্ত অধ্যাদেশ সমূহ বিভিন্ন নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কেও

নির্দেশ দেয়। এই আচার অনুষ্ঠানের আইন সমূহ মনোনীত ছিল শুধুমাত্র সংস্কার সাধনে পূর্ব পর্যন্ত। যখন ঈসা মসীহ প্রকৃত মেসাইয়া ও একমাত্র আইনদাতা, যাকে ক্ষমতা প্রদান করা হল পিতা হতে এই উদ্দেশ্যের জন্য তিনি সমস্ত আইন বাতিল করে দিলেন ও তুলে নিলেন। (১কর. ৫:৭; ইফি. ২:১৪,১৬; কল. ২:১৪,১৬,১৭; ইব্রা.১০:১)

১৯.৪ ইস্রায়েল জাতিকে প্রভু বিচার সংক্রান্ত কতিপয় আইন দিয়েছিলেন যার পরিসমাপ্তি ঘটল যখন ইস্রায়েল জাতিতে ভাঙ্গন ধরল। ঐজাতির আইনের অংশ বিশেষ হিসাবে এইগুলোর এখন আর কারো উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু তাদের সার্বিক নিরপেক্ষতা আধুনিক যুগেও প্রয়োগ হ"ছ। (১কর. ৯:৮-১০)

১৯.৫ সর্বদা নৈতিক আইন পালনে প্রত্যেকে বাধ্য, নির্দোষ বলে গৃহীত ব্যক্তিগন ও অন্যরা। শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্ত বিষয় বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধাভরে নয় কিন্তু স্রষ্টা প্রভুর কর্তৃত্বের প্রতি ভক্তির সহিত, যিনি আইন প্রদান করেছেন। মসীহ সুসমাচারে এই আইনকে বাতিল করে দেননি বরং তিনি উলেখযোগ্যভাবে আমাদের বাধ্যবাধতাকে শক্তিশালী করেছেন ইহা পালন করতে। (মথি. ৫:১৭-১৯; রোম. ৩:৩১; ১৩:৮-১০; ইয়া.২:৮, ১০-১২)

১৯.৬ যদিও প্রকৃত বিশ্বাসীগণ কর্ম চুক্তি অনুযায়ী আইনের অধীন নয়, ইহা দ্বারা বিনষ্ট বা নির্দোষ বলে গৃহীত হবার জন্য তথাপি ইহা তাদের ও অন্যদের বিরাট উপকারে আসে, ইহা জীবনের নিয়ম হিসাবে তাদেরকে প্রভুর ইচ্ছা ও তাদের কর্তব্য সকল জ্ঞাপন করে এবং সেই অনুসারে চলার জন্য নির্দেশ দেয় ও বাধ্য করে। ইহা তাদের স্বভাব, হৃদয় ও জীবনের পাপপূর্ণ দুষন প্রকাশ ও উদ্‌ঘাটন করে দেয় এবং নিজেকে পরিক্ষার জন্য ইহা ব্যবহার করে অধিকত পাপবোধ, মমতা ও তাদের পাপের প্রতি ঘৃনা জাগ্রত

হতে পারে। তারা একটি পরিস্কার দৃষ্টি লাভ করবে মসীহকে তাদের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে এবং তাঁর নিজের নিখুঁত বাধ্যতা সম্পর্কে। ইহা নব জন্ম প্রাপ্ত মানুষের উপকারে আসে তাদের দুষণকে প্রতিহত করতে কারণ ইহা যে ভাবে পাপ নিষেধ করে। আইনের যে ভয় প্রদর্শন তা সাহায্য করে তাদেরকে দেখাতে আসলে তাদের পাপের পাপ্য কী এবং এই পাপের জন্য এই জীবনে কোন ধরনের সমস্যা প্রত্যাশা করা যেতে পারে এমনকি নব জন্ম প্রাপ্ত মানুষের ক্ষেত্রেও যারা অভিশাপ ও আইনের অত্রাসকৃত কঠোরতা থেকে মুক্ত। আইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত প্রতিজ্ঞা সকল বিশ্বাসীদেরকে বাধ্যতায় প্রভুর অনুমোদন প্রদর্শন করে এবং আইন পালন করলে ও রক্ষা করলে তারা আশীবাদ প্রত্যাশা করতে পারে, যদিও আশীবাদ তাদের নিকট আইনকে কর্মচুক্তি হিসাবে সন্তুষ্ট করার মধ্য দিয়ে আসে না। যদি মন্দতা থেকে দুরে থাকে, যেহেতু আইন ভাল কাজ করতে উৎসাহদেয় ও মন্দ কাজ করতে বারণ করে ইহার প্রমাণ এই নয় যে সে বরং অনুগ্রহের চেয়ে আইনের অধীন। (রোম. ৩:২০; ৬:১২-১৪; ৭:৭; ৮:১; ১০:৪; গালা. ২:১৬; ১পিতর ৩:৮-১৩)

১৯.৭ পূর্বোক্ত আইনের ব্যবহার সুসমাচারের অনুগ্রহের বিরোধী নয়, বরং এগুলো সুন্দর ভাবে মেনে নেয়, যেহেতু মসীহের আত্মা মানুষের ইচ্ছাকে বশীভূত করে ও সক্ষম করে স্বাধীনভাবে ও আনন্দের সাথে প্রভুর ইচ্ছা পালনে, যা আইনে প্রকাশিত হয়েছে যা করা আবশ্যক। (যিহি.৩৬:২৭; গালা.৩:২১)

২০.১ সুসমাচার ও ইহার প্রভাব

কর্মচুক্তি পাপ দ্বারা লংগিত হয়েছে, ও জীবনের জন্য অনোপকারী করা হয়েছে, খোদা মসীহতে প্রতিজ্ঞা করতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, নারীর সন্তান

মনোনীতদেরকে আহ্বানের মাধ্যম বিশ্বাস ও অনুতাপকে তাদের মধ্যে জীবন্ত করে তুলেন। এই প্রতিজ্ঞায় সুসমাচারের সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছিল এবং দেখানো হয়েছিল পরিবর্তন ও পাপীদের নাজাতের জন্য ইহা ফলপ্রসূ। (আদি.৩:১৫; প্রকা.৭:৯)

২০.২ মসীহের প্রতিজ্ঞা ও তাঁর মাধ্যমে নাজাত, শুধুমাত্র প্রভুর বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টি কর্ম ও প্রকৃতির আলোর তত্ত্বাবধান মসীহকে অথবা তাঁর অনুগ্রহকে সাধারনভাবে অথবা অজ্ঞাত পন্থায় প্রকাশ করে না। এই জন্য প্রতিজ্ঞা দ্বারা মসীহ যাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই তারা কত কম সক্ষম হবে প্রকৃতির আলো দ্বারা নাজাতকারী বিশ্বাসে বা অনুতাপে পৌঁছতে। (আদি.২৯:১৮; যিশা.২৫:৭; ৬০:২,৩; রোম.১:১৭; ১০:১৪,১৫,১৭)

২০.৩ পাপীদের নিকট সুসমাচারের প্রকাশ, বিভিন্ন সময়ে কতিপয় অংশে করা হয়েছে ইহাতে প্রতিজ্ঞা সকল ও ধর্মানুশাসন সংযোজিত যাতে বাধ্যতা আবশ্যক, যে ব্যক্তি বর্গ বা জাতিকে তা প্রদান করা হয়েছে, ইহা কেবল প্রভুর স্বাধীন ইচ্ছা ও সুসন্তুষ্টি, মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতার বলে প্রতিজ্ঞার উপযুক্ত উন্নয়ন ইহাতে সংযোজিত হয় নাই, ইহা ব্যতীত প্রাপ্ত সাধারন আলোকের বলে যা কেউ কখনোই করে নাই বা করতে পারে না এবং এই জন্য সর্বযুগে ব্যক্তিবর্গ ও জাতীগণকে সুসমাচার প্রচার অনুমোদন করা হয়েছে, ইহার বিস্তার বা সংরক্ষনের জন্য, বহু পন্থায়, প্রভুর ইচ্ছার মন্ত্রনা অনুসারে। (গীত.১৪৭:২০; প্রেরি.১৬:৭; রোম.১:১৮-৩২)

২০.৪ যদিও সুসমাচার কেবল বাহ্যিক উপায় মসীহ ও রক্ষাকারী করুণা প্রকাশের এবং ইহা তেমনি সম্পূর্ণ সক্ষম তা সম্পাদন করতে, তথাপি যদি কোন মানুষ পাপে মৃত থাকে সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন নতুন জন্ম লাভ করা,

জীবনে বা নতুন জন্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই জন্য সেখানে প্রয়োজন নতুন জন্ম লাভ করা, জীবনে বা নতুন জন্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই জন্য সেখানে প্রয়োজন পবিত্র আত্মা ফলপ্রসূ ও অদম্য কাজ সমস্ত আত্মার উপর তাদের মধ্যে একটি নতুন আত্মীক জীবন সৃষ্টি করতে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় তাদেরকে প্রভুতে পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। (গীত.১১:৩; ইহো.৬:৪৪; ১কর.২:১৪; ২কর.৪:৪,৬; ইফি.১:১৯,২০)

২১.১ ঈমানদের স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতা

সুসমাচারে অধিনে মসীহ যে স্বাধীনতা বিশ্বাসীদের জন্য ক্রয় করেছেন, তা পাপের অপরাধ ও প্রভুর ধ্বংসকারী ক্রোধ হতে, আইনের কঠোরতা ও অভিশাপ হতে, তাদের মুক্তির মধ্যে এবং বর্তমান পৃথিবীর মন্দতা হতে, শয়তানের বন্ধন হতে, পাপের শাসন হতে, যন্ত্রনার ক্ষতি হতে, মৃত্যুর ভয় ও কাঁটা হতে, কবরের বিজয় হতে ও চিরস্থায়ী নরক যন্ত্রনা হতে, তাদের উদ্ধারের মধ্যে নিহীত। এই স্বাধীনতা দেখা যায় প্রভুতে তাদের প্রবেশাধিকার এর মধ্যেও, এবং তাঁর প্রতি তাদের বাধ্যতা প্রদান দাসসুলভ ভয় হতে নয়, কিন্তু সন্তানের ন্যায় ভালবাসা ও ই"ছুক অন্তর হতে। এই সকল স্বাধীনতা প্রকৃত বিশ্বাসীগণ পুরাতন নিয়মের আইনের অধীনে সংক্ষিপ্তভাবে উপভোগ করে ছিল, কিন্তু এখন নতুন নিয়মের ঈমানদারগণ এর জন্য ইহা আরও সম্প্রসারিত তারা আনুষ্ঠানিক আইনের যোয়াল থেকে মুক্ত যার অধীনে ইহুদী মন্ডলীগুলো ছিল। আইনের অধীনের বিশ্বাসীরা সাধারনত যা উপভোগ করেছিল তার চেয়ে তাদের বেশি সাহস আছে করুণা সিংহাসনে প্রবেশের ও প্রভুর বিনামূল্য আত্মার সহিত পূর্ণ যোগাযোগ করার। (লুক.৭৩-৭৫; ইহো. ৭:৩৮,৩৯; প্রেরিত. ২৬:১৮; রোম.

৮:৩,১৫,২৮; ১কর. ১৫:৫৪-৫৭; গালা. ১:৪, ৩:৯,১৩,১৪; ২থিষল.১:১০; ইব্রা.১০:১৯-২১; ১ইহো.৪:১৮)

২১.২ একমাত্র প্রভুই নীতি-বোধ এর মালিক এবং তিনি ইহাকে মানুষের সমস্ত মতবাদ ও আদেশ থেকে মুক্ত করেছেন, যা যেকোন ভাবে তাঁর বাক্যে বিরোধী অথবা ইহাতে অন্তর্ভুক্ত নাই। এইভাবে নীতি-বোধ বর্হিভূত কোন মতবাদ বিশ্বাস করলে অথবা আদেশ পালন করলেন নীতি-বোধ এর প্রকৃত স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়। সন্দেহাতীত বিশ্বাসের অভাব, অবাধ ও অন্ধ অনুসরণ বিবেকের স্বাধীনতাও বিচার বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয়। (মথি. ১৫:৯, প্রেরি. ৪:১৯,২৯; রোম. ১৪:৪; ১কর. ৩:৫; ৭:২৩; ২কর. ১:২৪; কল. ২:২০,২২,২৩; যাকোব. ৪:১২)

২১.৩ যারা খৃষ্টীয় স্বাধীনতার ভান করে কোন পাপ চ"র্চা করে অথবা কোন পাপপূর্ণ লোভ-লালসা পোষে রাখে, তারা নিজেদের বিনষ্টের জন্যই করুণা সুসমাচারের মূল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে। তারা খৃষ্টীয় স্বাধীনতার উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। কারন আমাদেরকে আমাদের সমস্ত শত্র"দের হাত হইতে উদ্ধার করা হয়েছে, যাতে নির্ভয়ে তাঁর সেবা করতে পারি, তাঁর সামনে পবিত্রতায় ও ন্যায়ভাবে আমাদের জীবনের সমস্ত দিনগুলোতে। (লুক. ১:৭৪,৭৫, রোম. ৬:১,২; গালা. ৫:১৩; ২পিতর. ২:১৮,২১)

২২.১ ইবাদত ও বিশ্রামবার

প্রকৃতির আলো প্রদর্শন করে যে একজন প্রভু আছেন, যাঁর সব কিছুর উপর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা আছে, যিনি ন্যায় ও মঙ্গালময়, এবং যিনি সবার মঙ্গাল করেন। এই জন্য তাঁকে ভয় করতে হবে, ভালবাসতে হবে, প্রশংসা করতে হবে, ডাকতে হবে, আত্মা ও শক্তি দিয়ে। কিন্তু গ্রহন যোগ্য উপায়ে সত্য প্রভুকে ইবাদতের বিধান তিনি নিজেই প্রদান করেছেন এবং এই জন্য আমাদের ইবাদতের পদ্ধতি তাঁর প্রকাশিত নিজ ইচ্ছা দ্বারা সীমিত। তাঁকে মানুষের কল্পনা ও পরিকল্পনা দ্বারা ইবাদত করা যাবে না অথবা শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী ও না। তাঁকে দৃশ্য কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ইবাদত করা যাবে না অথবা অন্য কোন পন্থায় যার নির্দেশ পবিত্র বাক্যে নেই। (যাত্রা. ২০:৪-৬; দ্বিতীয়.১২:৩২; যির.১০:৭; মার্ক.১২:৩৩)

২২.২ ইবাদত শুধুমাত্র পিতা খোদা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা ও তাঁকে দেয়া যাবে, অন্য কোন প্রাণী, ফেরেশতা বা সাধুকে দেয়া যাবে না। মধ্যস্থতাকারী ব্যতীত ইবাদত দেয়া যাবে না পতনেরর পর থেকে। (মথি.৪:৯,১০,২৮:১৯; ইহো. ৫:২৩, ১৪:৬; রোম.১:২৫; কল.২:১৮; ১তীম.২:৫; প্রকা.১৯:১০)

২২.৩ প্রার্থনা, ধন্যবাদের সহিত সাধারন ইবাদতের একটি অংশ এবং ইহা খোদা সমস্ত মানুষের নিকট হতেই চান। কিন্তু গ্রহনযোগ্য হবার জন্য ইহা অবশ্যই পুত্রের নামে করতে হবে। পবিত্র আত্মার সহায়তায় এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে। ইহা অবশ্যই করতে হবে উপলব্ধির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, নম্রতার সহিত, এক নিষ্ঠভাবে, বিশ্বাসের, ভালবাসায় এবং অধ্যবসায়ের সহিত, মিলিত প্রার্থনা অবশ্যই জানা ভাষায় করতে হবে। (গীত. ৬৫:২,৯৫:১-৭, ইহো. ১৪:১৩, ১৪; রোম. ৮:২৬; ১কর.১৪:১৬,১৭;

১ইহো.৫:১৪)

২২.৪ মোনাজাত করতে হবে বিধিসম্মত বিষয়ের জন্য এবং সমস্ত প্রকার মানুষের জন্য যারা এখন পৃথিবীতে জীবিত আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে, কিন্তু মৃতদের জন্য নয়, তাদের জন্য ও নয় যারা 'মৃত্যুমুখী' পাপ করেছে বলে পরিচিত। (২শমূ. ৭:২৯; ১২:২১-২৩; ১তীম ২:১,২; ১ইহো.৫:১৬)

২২.৫ বাক্য পাঠ, প্রভুর বাক্য প্রচার ও শ্রবণ করা, শিক্ষা দেয়া ও একে অন্যকে প্রশংসা গীত দ্বারা সতর্ক করা ও আত্মীক গান, আমাদের অন্তরে অনুগ্রহের সহিত প্রভুর প্রতি গান করা, বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজ পরিচালনা সমস্ত কিছুই খোদার ইবাদতের অংশ। এগুলো করতে হবে তাঁর প্রতি বাধ্যতায়, উপলব্ধির সহিত, বিশ্বাসে, শ্রদ্ধায়, প্রভুর ভয়ে। পবিত্র ও শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রথায় বিশেষ উপলক্ষের সময়গুলোতে বিধি সম্মত নম্রতায় উপবাসে এবং ধন্যবাদ প্রদানে ব্যবহৃত হবার জন্যও। (যাত্রা. ১৫:১-১৯; ইষ্টের. ৪:১৬; গীত.১০৭; যোয়ে. ২:১২; মথি. ২৮:১৯,২০; লূক. ৮:১৮; ১কর. ১১:২৬; ইফি. ৫:১৯; কল. ৩:১৬; ১তীম.৪:১৩; ২তীম.৪:২)

২২.৬ সুসমাচারের অধীনে কোন প্রার্থনা অথবা অন্য কোন ধর্মীয় ইবাদতকে বেঁধে দেয়া হয়নি কোন জায়গার ইহা সম্পাদন করে অথবা কোন দিকে নির্দেশ করে ইহাকে অধিক গ্রহনযোগ্য করতে। খোদার ইবাদত করতে হবে সর্বত্র আত্মায় ও সত্যে, তা ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিদিন পরিবারেই হোক, প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে গোপনেই হোক, আর বিধিসম্মতভাবে জনসমাবেশে যেখানেই হোক না কেন। এগুলো অসতর্কভাবে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা বা ত্যাগ করা যাবে না, যখন প্রভু আমাদেরকে তাঁর বাক্যে ও তত্ত্বাবধানে তাদের প্রতি আহ্বান করেছেন। (গীত. ৫৫:১৭; মালা. ১:১১; মথি. ৬:৬; ইহো. ৪:২১; প্রেরিত. ২:৪২; ১০:২, ১তীম. ২:৮; ইব্রা.

১০:২৫)

২২.৭ যেহেতু ইহা প্রকৃতির একটি নিয়ম যে, সাধারণত : প্রভু কর্তৃক নিযুক্ত সময়ের একটি অংশ পৃথক করে রাখা উচিত প্রভুর ইবাদতের জন্য, তাই তিনি তাঁর বাক্যে একটি স্পষ্ট, নৈতিক ও চিরস্থায়ী আদেশ দিয়েছেন, এই ব্যাপারে, যার বাধ্যকতা সমস্ত মানুষের উপর, সর্বযুগে । তিনি সুনির্দিষ্টভাবে ধার্য করেছেন সাতদিনে একদিন বিশ্রামবার হিসাবে তাঁর উদ্দেশ্যে পবিত্র রাখতে হবে। পৃথিবী শুরু হতে মসীহের পুণরুত্থান পর্যন্ত ইহা ছিল সপ্তাহের শেষ দিন, এবং মসীহের পুনরুত্থান হতে ইহা পরিবর্তিত হয়ে হল সপ্তাহের প্রথম দিন এবং প্রভুর দিন ইহাকে বলা হয়। ইহা পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত ঈমানদারদের বিশ্রামবার হিসাবে চলতে থাকতে হবে, সপ্তাহের শেষ দিন বিলুপ্ত হয়েছে। (যাত্রা. ২০:৮; প্রেরিত. ২০:৭; ১কর. ১৬:১,২; প্রকা.১:১)

২২.৮ বিশ্রামবার তাদের দ্বারা প্রভুর প্রতি পবিত্র রাখা হয়, যারা তাদের অন্তরে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও তাদের সাধারন বিষয়গুলো প্রথমত : স্থির করার পর, সমস্ত দিন তাদের জাগতিক চাকরি ও আমোদ-প্রমোদ বিষয়ক কাজ, কথা ও চিন্তা হতে পবিত্র বিশ্রাম পালন করে এবং সমস্ত সময় নিজেদেরকে সর্বসাধারন ও ব্যক্তিগত ইবাদতের কাজে নিয়োজিত রাখে অত্যাবশ্যক ও কৃপার কর্তব্য সকল পালন করে। (নহি. ১৩:১৫-২২; যিশা.৫৮:১৩; মথি.১২:১-১৩)

২৩.১ বিধিসম্মত শপথ এবং অঙ্গীকার

আইন সম্মত শপথ ধর্মীয় ইবাদতের একটি কর্ম, যাতে একজন মানুষ শপথ করে সত্যে, ধার্মিকতায় ও বিবেচনায় বিধিসম্মত ভাবে প্রভুকে আহ্বান করে তার শপথের সাক্ষী হতে এবং তার বিচার করতে ইহার সত্য-মিথ্যা অনুসারে। (যাত্রা.২০:৭; দ্বিতীয়.১০:২০; ২বংশা.৬:২২,২৩; যির.৪:২)

২৩.২ একমাত্র প্রভুর নামে শপথ করা যেতে পারে এবং ইহা যদি কেবল প্রভুর প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধা ও ভয়ের সহিত করা হয়। এই জন্য অনর্থক বা দ্র”তভাবে গৌরবান্বিত ও ভক্তিপুর্ণ খোদার নামে শপথ করা অথবা অন্য কোন নামে বা বিষয়ে শপথ করা পাপ-পুর্ণ ও অতিশয় বিরক্তিকর ও জঘন্য বলে গণ্য। তবে বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার সত্যতা প্রমানের জন্য দ্বন্দ্বের সমাপ্তির জন্য, শপথ প্রভুর বাক্য দ্বারা অনুমোদন করা হয়েছে। এইজন্য আইনগত শপথ একটি আইনগত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদন করা হয়েছে এই রকম পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে গ্রহন করার জন্য। (নহি.১৩:২৫; মথি.৫:৩৪-৩৭; ২কর. ১:২৩; ইব্রা.৬:১৬; ইয়া.৫:১২)

২৩.৩ যে কেহ প্রভুর বাক্য কর্তৃক অনুমোদিত শপথ নেয় সে ইহার আনুষ্ঠানিক কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করতে বাধ্য এবং নিশ্চয়তা প্রদান করা বা স্বীকার করা যা সে সত্য বলে জানে তাছাড়া অন্য কিছুই নয়। কারণ দ্র”ত, মিথ্যা ও অনর্থক শপথ প্রভুকে রাগান্বিত করে এবং এর ফলে ভুমি ক্রন্দন করে। (লেবীয়. ১৯:১২; যির.২৩:১০)

২৩.৪ শপথ নিতে হবে সরল ও সাধারন জ্ঞানের ভাষায়, অস্থিরতা অথবা মানসিক বাধা মুক্ত হতে হবে। (গীত.২৪:৪)

২৩.৫ মানত প্রভু ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর নিকট করা যাবে না, ইহা সর্বাধিক যত্নে ও বিশ্বস্ততায় সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু সন্যাসব্রত (যেমন

রোমীয় মন্ডলীতে করা হয়) চির একাকি জীবন প্রকাশ্য দারিদ্রতা এবং নিয়মিত বাধ্যতা, সর্বমাত্রায় পরিপক্কতা এগুলো কুসংস্কার ও পাপপুর্ণ প্রলোভন যাতে কোন ঈমানদার নিজেকে জড়ানো উচিত নয়। (আদি. ২৮:২০,২২; গীত. ৭৬:১১; মথি. ১৯:১১; ১কর. ৭:২,৯; ইফি.৪:৪৮)

২৪.১ গণ বিচারক

খোদা, যিনি সর্বোচ্চ প্রভু ও সমস্ত পৃথিবীর রাজা, তিনি তাঁর অধীনে গণ বিচারক নিয়োগ করেছেন তাঁর নিজ গৌরবের ও জন সাধারনের মঙ্গলের জন্য। এই উদ্দেশ্যের জন্য তিনি তাদেরকে তলোয়ারের ক্ষমতা দ্বারা সজ্জিত করেছেন যারা ভাল কাজ করে তাদের সাহায্য ও উৎসাহিত করার জন্য ও যারা মন্দ কাজ করে তাদের শাস্তির জন্য। (রোম.১৩:১-৪)

২৪.২ ইহা বিধি সম্মত ঈমানদারদের জন্য বিচারকের দায়িত্ব সকল গ্রহন ও পালন করা যখন তাদেরকে এর জন্য আহবান করা হয়। এই রূপ দায়িত্ব সম্পাদনে তারা বিশেষভাবে দায়ী সুবিচার ও শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতীয় সঠিক ও উপকারী আইনসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে। যদি ন্যায় ও দরকার হয় সুবিচার ও শান্তি বজায় রাখার জন্য তারা আইনগতভাবে যুদ্ধে নিয়োজিত হতে পারে। (২শমূ. ২৩:৩; গীত.৮২:৩,৪; লূক.৩:১৪)

২৪.৩ কারণ গণ বিচারক প্রভু কর্তৃক মনোনীত পুর্বোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য, আমাদেরকে তাদের সমস্ত আইনগত আদেশের বাধ্য হতে হবে, প্রভুর প্রতি বাধ্যতার অংশ হিসাবে, শুধুমাত্র শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নয়, কিন্তু নীতি-বোধ এর স্বার্থে। আমাদেরকে প্রার্থনা ও মিনতি করতে হবে শাসকদের জন্য ও কর্তৃপক্ষের জন্য, যাতে তাদের অধীনে আমরা শান্ত ও শান্তিতে বসবাস করতে পারি, সমস্ত পবিত্রতায় ও সততায়।

(রোম.১৩:৫-৭;১তীম.২:১,২; ১পিতর.২:১৭)

২৫.১ বিবাহ

একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে বিয়ে হতে হবে। একই সাথে কোন পুরুষের যেমন একাধিক নারী থাকা বিধি সম্মত নয় তেমনি কোন নারীর একাধিক পুরুষ। (আদি.২:২৪; মালা.২:১৫; মথি.১৯:৫,৬)

২৫.২ বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সহায়তার জন্য, বৈধ সন্তান -সন্ততিতে মানব জাতীর বৃদ্ধির জন্য এবং নোংরামী প্রতিরোধ করার জন্য। (আদি. ১:১৮, ২:১৮; ১ কর.৭:২,৯)

২৫.৩ ইহা আইন সম্মত শ্রেণীর মানুষের বিয়ে করা যদি তারা সিদ্ধান্তে একমত হতে সক্ষম হয়। কিন্তু ইহা ঈমানদারদের দায়িত্ব প্রভুতে বিয়ে করা এবং এই জন্য যারা সত্য ধর্মকে স্বীকার করে তারা নাস্তিক অথবা মূর্তিপূজকদের বিয়ে করা উচিত নয়। যারা প্রভুভক্ত তাদের অসমভাবে যোয়াল বন্ধ হওয়া উচিত নয় বিয়ের মাধ্যমে তাদের সাথে যারা মন্দ জীবন-যাপন করে অথবা যারা ধর্ম বিরোধী শিক্ষা অনুসরন করে যা বিচারে দোষী সাব্যস্থ করা হয়েছে। (নহি. ১৩:২৫-২৭; ১কর.৭:৩৯; ১ তীম.৪,৩; ইব্রা.১৩:৪)

২৫.৪ বিবাহ রক্তের সম্বন্ধের মধ্যে অথবা বাক্যে নিষিদ্ধ বৈবাহিক কুটুম্বিতার মধ্যে হওয়া উচিত নয়, এমন কি নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহকে কোন ব্যক্তির আইন অথবা কোন দলের সম্মতিতে আইন সম্মত করা যাবে না যাতে এমন ব্যক্তিগণ স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একত্রে বসবাস করতে পারে। (লেবীয়. ১৮, মার্ক. ৬:১৮; ১কর.৫:১)

২৬.১ মন্ডলী

বিশ্ব মন্ডলী যাকে অদৃশ্য বলা যেতে পারে (পবিত্র আত্মা ও অনুগ্রহের সত্য কাজ অনুসারে) সমস্ত মনোনীতদের সংখ্যা নিয়ে ইহা গঠিত, যাদেরকে একত্রিত করা হয়েছে হ"ছ ও হবে মসীহের অধীনে, তিনি হলেন মস্তক। এই বিশ্ব মন্ডলী হলো কনে, দেহ, তাঁর পুর্ণতা যিনি সবকিছু পরিপূর্ণ করেন। (ইফি. ১:১০,২২,২৩; ৫:২৩,২৭,৩২; কল. ১:১৮; ইব্রা.১২:২৩)

২৬.২ যত লোক পৃথিবী জুড়ে কিতাবের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধারন করে এবং তদ্বনুসারে মসীহতে বাধ্য এবং যারা তাদের ঘোষণাকে কোন ভুল দ্বারা ধ্বংস করে দেয় না যা কিতাবের ভিত্তির বিরোধীতা করে বা সর্বনাশ করে অথবা অপবিত্র ব্যবহার দ্বারা, তারাই দৃশ্যত : ধার্মিক এবং তা বলে গণ্য করা উচিত। সমস্ত মন্ডলীর প্রত্যেকটি এমন লোকদের নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত। (প্রেরিত. ১১:২৬; রোম.১:৭; ১কর.১:২; ইফি.১:২০-২২)

২৬.৩ বেহেস্তের নিচে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মন্ডলীগুলোতেও মিশ্রণ বা ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে এবং কিছু কিছু মন্ডলী এত অধ:পতিত হয়েছে যে এগুলো এখন আর মসীহের মন্ডলী নয় কিন্তু শয়তানের মন্ডলীতে পরিণত হয়েছে। রাজ্য তৎসত্ত্বেও সর্বদাই মসীহের ছিল ও থাকবে (যুগের শেষ পর্যন্ত) এই পৃথিবীতে, ইহা তাদেরকে নিয়ে গঠিত যারা তাঁকে বিশ্বাস করে ও তাঁর নাম স্বীকার করে। (গীত.৭২:১৭; ১০২:২৮; মথি.১৬:১৮; ১কর.৫:২; ২থিষল. ২:১১,১২; প্রকা.২:৩; ১২:১৭; ১৮:২)

২৬.৪ প্রভু মসীহ হলেন মন্ডলীর মস্তক। পিতার মনোনয়নে তাঁকে অর্পণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ও স্বাধীনভাবে সমস্ত ক্ষমতা আহ্বানের, বিধি-বিধানের, আদেশের অথবা মন্ডলী শাসনের জন্য। রোমের পোপ কোন অর্থেই মন্ডলীর

মস্তক বা প্রধান হতে পারে না, কিন্তু সে হল মসীহের বিরোধী, সেই পাপের মানুষ, সে সর্বনাশের পুত্র, যে নিজেকে উর্ধ্বে স্থাপন করে মন্ডলীতে মসীহের ও যা কিছু খোদার বলা হয় তার বিরুদ্ধে। প্রভু তাঁর আগমনের উজ্জ্বলতা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দিবেন। (মথি.২৮:১৮-২০; ইফি.৪:১১,১২; কল.১:১৮; ২থিষল.২:২-৯)

২৬.৫ কর্তৃত্বের প্রয়োগ যা তাঁকে দেয়া হয়েছে প্রভু মসীহ নিজের প্রতি আহ্বান করেন পৃথিবী হতে তার বাক্যের পরিচর্যা দ্বারা, তাঁর আত্মা দ্বারা যাদেরকে তাঁর পিতা কর্তৃক তাঁকে দেয়া হয়েছে তারা বাধ্যতায় তাঁর সামনে চলতে পারে যা তিনি তাদেরকে বাক্যে নির্দেশ দিয়েছেন। যাদেরকে এভাবে আহ্বান করা হয়েছে তিনি তাদেরকে আদেশ দেন নির্দিষ্ট সমাজ বা মন্ডলীর সাথে একত্রে চলার জন্য, এবং উপযুক্ত গণ ইবাদত সম্পাদনের জন্য যা বাক্যে তিনি তাদেরকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। (মথি.১৮:১৫-২০; ২৮:২০; ইহো.১০:১৬; ১২:৩২)

২৬.৬ এই মন্ডলীগুলোর সদস্যগণ ধার্মিক কারণ তাদেরকে মসীহ কর্তৃক আহ্বান করা হয়েছে, কারণ তারা বাহ্যিকভাবে প্রদর্শন করে ও প্রমান দেয় সেই আহবানের প্রতি তাদের বাধ্যতার তাদের প্রকাশ্য স্বীকৃতি ও চলাফেরার মাধ্যমে। এই রকম ধার্মিকগণ সম্মত হয় ইচ্ছাকৃতভাবে একত্রে চলার জন্য মসীহের বিধান অনুসারে, নিজেদেরকে প্রভু ও একে অন্যের নিকট সমর্পন করে, খোদার ইচ্ছানুসারে সুসমাচারের আচার অনুষ্ঠান সমূহে শপথপূর্বক বাধ্যতায়। (প্রেরি.২:৪১,৪২; ৫:১৩,১৪; রোম.১:৭; ১কর.১:২; ২কর. ৯:১৩)

২৬.৭ প্রতিটি মন্ডলী এভাবে মিলিত হয়, প্রভুর ইচ্ছানুসারে যেভাবে কিতাবে ঘোষনা করা হয়েছে, তিনি সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন

যা তাদের ইবাদতের পন্থা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজন যা তিনি তাদের জন্য বিধান করেছেন মেনে চলতে। তিনি তাদেরকে সমস্ত আদেশ ও নিয়ম-কানুন প্রদান করেছেন এই ক্ষমতার যথাযথ ও সঠিক প্রয়োগের জন্য। (মথি.১৮:১৭,১৮; ১কর. ৫:৪,৫; ৫:১৩; ২কর.২:৬-৮)

২৬.৮ একটি নির্দিষ্ট মন্ডলী একত্রিত ও সম্পূর্ণভাবে গঠন করা হয় মসীহের ইচ্ছানুসারে যা পরিচালক ও সদস্য নিয়ে। যে পরিচালকদেরকে মসীহ কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়েছে মন্ডলী দ্বারা পছন্দ ও পৃথক করে রাখার জন্য তারা হলেন পালক বা জেষ্ঠ্য ও নেতাগণ। তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য যা প্রভু তাদেরকে প্রদান করেছেন এবং যার জন্য আহ্বান করেছেন এই রকম মন্ডলীর নিয়মাবলী পৃথিবী শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। (প্রেরি.২০:১৭,২৮; ফিলি.১:১)

২৬.৯ কোন লোককে আহ্বানের জন্য পন্থা মসীহ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে পবিত্র আত্মা কর্তৃক উপযুক্ত প্রদান করা হয়েছে মন্ডলীতে পালক বা জেষ্ঠ্য বা নেতার দায়িত্বের জন্য, তাকে পছন্দ করা হবে সর্ব সাধারনের সম্মতিতে ও মন্ডলীর নিজস্ব ভোটে। এই রকম ব্যক্তিকে বিধি সম্মত ভাবে আলাদা করা উচিত মোনাজাতের মাধ্যমে, হস্ত স্থাপন সহকারে। (প্রেরিত.৬:৩,৫,৬; ১৪:২৩; ১তীম.৪:১৪)

২৬.১০ কারণ পালকদের কাজ হলো সর্বদা নিজেদেরকে তাঁর মন্ডলীর সেবায় ব্যবহার করা বাক্য ও মোনাজাতের পরিচর্যার মাধ্যমে এবং তাদের আত্মার দিকে খেয়াল রেখে যেহেতু তাকে অবশ্যই তাঁর (মসীহ) কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যে মন্ডলীতে তারা পরিচর্যা করে সেই মন্ডলী তাদেরকে শুধু উপযুক্ত সম্মান প্রদানেই বাধ্য নয়, বরং তাদের সমস্ত ভাল

জিনিসের ভাগ দিতে ও বাধ্য তাদের সামর্থ অনুসারে। এইরূপ করতে হবে যাতে পালকদের একটি স্বস্তিকর সরবরাহ থাকে এবং যাতে তাদেরকে জাগতিক বিষয় সমূহে জড়াতে না হয় এবং যাতে অন্যদের প্রতি আথিতেয়তা প্রদর্শন করতে পারে। এই সমস্ত কিছুই প্রকৃতির আইন ও মসীহের বিশেষ আদেশ দ্বারা আবশ্যক করা হয়েছে। তিনি আদেশ করেছেন যারা সুসমাচার প্রচার করবে তারা তা-তেই বাঁচবে। (প্রেরি.৬:৪; ১কর. ৯:৬-১৪; গালা.৬:৬; ১তীম.৩:২; ৫:১৭,১৮; ২তীম.২:৪; ইব্রা.১৩:১৭)

২৬.১১ যদিও বাক্য প্রচার করা নেতা বা পালকদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব, তথাপি বাক্য প্রচারের কাজ শুধুমাত্র তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই জন্য যাদেরকে পবিত্র আত্মা প্রদান বা উপযুক্ত করা হয়েছে একই কাজের জন্য এবং যাদেরকে মন্ডলী দ্বারা আহ্বান ও অনুমোদন করা হয়েছে, তারা ইহা সম্পাদন করতে পারে বা করা উচিত। (প্রেরিত.১১:১৯-২১; ১পিতর.৪:১০,১১)

২৬.১২ সমস্ত বিশ্বাসীগণ নিজেদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট মন্ডলীতে যুক্ত করতে বাধ্য যখনই তাদের এই রকম করার সুযোগ থাকে এবং যাদেরকে মন্ডলীর সুবিধা সমূহে অধিকার দেওয়া হয় তারা ঐ মন্ডলীর শৃঙ্খলা ও শাসনের অধীন, মসীহের নিয়ম অনুসারে।

(১থিষল.৫:১৪; ২থিষল.৩:৬,১৪,১৫)

২৬.১৩ মন্ডলীর একজন সদস্য অন্য একজন সদস্যের প্রতি অন্যায় করতে পারে, এই বিষয়ে তার যা করা উচিত সমস্ত কিছুই করতে হবে বিষয়টি সমাধানের জন্য, তারপর মন্ডলীর শৃংখলায় যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না করতে পারে অথবা মন্ডলীর কোন সভা বা ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা থেকে সে যেন অনুপস্থিত না থাকে এই অন্যায়ের জন্য। পক্ষান্তরে তার উচিত মসীহতে অপেক্ষা করা

মন্ডলীতে বিষয়টি সমাধানের জন্য। (মথি.১৮:১৫-১৭; ইফি.৪:২,৩)

২৬.১৪ প্রত্যেক মন্ডলী ও তার সদস্যগণ প্রত্যেক জায়গায় মসীহের সমস্ত মন্ডলীর মঙ্গাল ও উন্নতির জন্য অনবরত প্রার্থনা করতে বাধ্য এবং সাহায্য করতে হবে উন্নতির জন্য যারা তাদের অঞ্চলের বা আহ্বানের মধ্যে তাদের দান ও অনুগ্রহ অনুশীলনের মধ্যমে। ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে যখন মন্ডলী খোদার মঙ্গালতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাদেরও উচিত নিজেদের মধ্যে সহভাগিতা স্থাপন করা শান্তির উন্নয়নের জন্য ভালবাসা বৃধ্বি ও পারস্পরিক উন্নয়নের জন্য এবং যখন তারা এইরূপ করার একটি সুযোগ তারা উপভোগ করে এটা তাদের জন্য একটি বিরাট সুবিধা। (গীত.১১২:৬; রোম.১৬:১,২; ইফি.৬:১৮-৩; ইহো.৮:১০)

২৬.১৫ মতবাদ বিষয়ক বা প্রশাসন এ সমস্যা বা পার্থক্যে ক্ষেত্রে যা সাধারনভাবে মন্ডলীগুলোতে বা একটি মন্ডলীর অন্তর্ভূক্ত এবং যা তাদের শান্তি, একতা ও উন্নতি প্রভাবিত করে অথবা যখন মন্ডলীর কোন সদস্য শৃঙ্খলা জাতীয় অগ্রগতির কারণে আহত হয় যা বাক্যে অন্তর্ভূক্ত ও সঠিক শৃঙ্খলায় নেই, ইহা মসীহের অন্তর অনুসারে যে অনেক মন্ডলী একত্রে যোগাযোগ রক্ষা করবে তাদের নিযুক্ত সংবাদবাহকগণ একত্রে মিলিত হয়, বিবেচনা করার জন্য এবং বিতর্কের বিষয়ে তাদের উপদেশ প্রদান করে ও সম্পর্কযুক্ত সকল মন্ডলীর নিকট রিপোর্ট পাঠায়। যখন এই সংবাদবাহকগণ একত্রিত হন তখন তাদেরকে মন্ডলীর কোন প্রকৃত ক্ষমতা প্রদান করা হয় না অথবা কোন বিচার ব্যবস্থা মন্ডলীতে অন্তর্ভূক্ত সমস্যার জন্য। তারা মন্ডলী বা কোন ব্যক্তির উপর বিচার, সিদ্ধান্ত পরিচালনা করতে পারে না অথবা তাদের সিদ্ধান্ত মন্ডলী বা তাদের কর্মকর্তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না। (প্রেরিত. ১৫:২, ৪, ৬, ২২, ২৩:২৫; ২ কর. ১:২৪; ১ইহো.৪:১)

২৭.১ ধার্মিকদের সহভাগিতা

সমস্ত ধার্মিকগণ যারা মসীহের সাথে যুক্ত তাদের মস্তক, তাঁর আত্মা ও বিশ্বাস দ্বারা যদিও ইহা দ্বারা তাদেরকে তাঁর সাথে একজন ব্যক্তিতে পরিণত করা হয় নাই, তথাপি তারা তাঁর অনুগ্রহ, কষ্টভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও গৌরবের সহভাগী। ভালবাসা দ্বারা ও একে অন্যের সাথে যুক্ত, একে অন্যের দান ও অনুগ্রহের মধ্যে সহভাগিতা রয়েছে এবং আদেশ অনুযায়ী কর্তব্য সকল সম্পাদনে বাধ্য সর্বসমেত ও ব্যক্তিগতভাবে যা তাদের পরস্পরের মঙ্গল বয়ে আনে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় মানুষের ক্ষেত্রে। (ইহো.১:১৬; রোম. ১:১২; ৬:৫,৬; ১কর. ৩:২১-২৩; ১২:৭; গালা. ৬:১০; ইফি. ৪:১৫,১৬; ফিলি.৩:১০; ১থিষল. ৫:১১,১৪; ১ইহো.১:৩; ৩:১৭,১৮)

২৭.২ ধার্মিকগণ তাদের ধর্ম বিশ্বাস দ্বারা একটি পবিত্র সহভাগিতা ও যোগাযোগ সম্বন্ধ বজায় রাখতে বাধ্য, প্রভুর উপাসনা ও এই রকম কিছু আত্মীক কাজের মাধ্যমে পরস্পরের আত্মীক উন্নয়ন সাধনের জন্য।

বাহ্যিক জিনিস দ্বারা ও একে অন্যকে সাহায্য করা উচিত। তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও প্রয়োজন মেটানোর সামর্থ্য অনুসারে। এই রূপ যোগাযোগ সম্বন্ধ বা সহভাগিতা যদিও প্রধানত ধার্মিকগন দ্বারা উপস্থিত সহ-বিশ্বাসী চক্রের মধ্যে চর্চা হয়ে থাকে যেমন পরিবার, মন্ডলী মূলত : ইহা সমস্ত বিশ্বাসী পরিবারে মধ্যে বিস্তৃত হওয়া উচিত (কিতাবের নিয়ম অনুসারে)। প্রভু যে রকম সুযোগ প্রদান করেন তদ্বানুসারে। ইহার অর্থ প্রত্যেক জায়গায় যে সমস্ত লোক প্রভু মসীহের নামে ডাকে। কিন্তু একে অন্যের সাথে ধার্মিক হিসাবে যোগাযোগ সম্বন্ধ তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মালিকানা ছিনিয়ে নেয় না বা লংঘন করে না যা তাদের মালপত্র ও সম্পদের উপর আছে। (প্রেরিত. ৫:৪;

১১:২৯,৩০; ১কর. ১২:১৪-২৭; ইফি. ৪:২৮,৬:৪; ইব্রা.৩:১২,১৬; ১০:২৪,২৫)

২৮.১ বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজ

বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজ হলো উপকারী ও কার্যকর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নিয়ম খোদাবন্দ ঈসা কর্তৃক প্রদত্ত, যিনি একমাত্র আইন প্রয়েতা, তাঁর মন্ডলীতে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার জন্য। (মথি.২৮:১৯,২০; ১কর.১১:২৬)

২৮.২ এই সমস্ত বিধান সমুহ শুধুমাত্র তারাই পরিচালনা করতে পারে যারা যোগ্য এবং যাদেরকে এর জন্য আহ্বান করা হয়েছে, মসীহের দেওয়া ক্ষমতা অনুসারে। (মথি.২৮:১৯; ১কর. ৪:১)

২৯.১ বাপ্তিস্ম

বাপ্তিস্ম নতুন নিয়মের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান মসীহ কর্তৃক প্রদত্ত, যে লোককে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয় সেই লোকের জন্য মসীহের মুত্যু ও পুনরুত্থানে সহভাগিতার চিহ্ন স্বরূপ, মসীহতে সে স্থাপিত হবার জন্য, পাপ মোচনের জন্য মসীহের মাধ্যমে সেই লোক প্রভুকে জীবন দেয়, নতুন জীবনে বেঁচে থাকতে ও চলতে। (মার্ক. ১:৪; প্রেরিত. ২২:১৬; রোম. ৬:৩-৫; গালা. ৩:২৭; কল. ২:১২)

২৯.২ যারা সত্যিকার ভাবে পাপ স্বীকার করে প্রভুর নিকট অনুতাপ করে মসীহতে বিশ্বাস ও বাধ্যতা থাকে কেবল তারা-ই এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পাত্র। (মার্ক.১৬:৬; প্রেরিত.২:৪১; ৮:১২,৩৬,৩৭; ১৮:৮)

২৯.৩ এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাহ্যিক উপাদান পানি ব্যবহৃত হতে হবে। যাতে

লোকটিকে পিতা এবং পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দিতে হবে। (মথি. ২৮:১৯,২০; প্রেরি.৮:৩৮)

২৯.৪ জলে ডোবানো লোকটিকে সম্পূর্ণভাবে পানিতে ডোবাতে হবে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন। (মথি.৩;১৬: ইহো.৩;২৩)

৩০.১ প্রভুর ভোজ

প্রভুর ভোজ মসীহ কর্তৃক চালু করা হয়েছিল সেই একই রাতে যখন তাঁকে প্রতারনা করা হয়েছিল, তাঁর মন্ডলীতে পালন করার জন্য তাঁর স্থায়ী স্বরণে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত এবং তাঁর মৃত্যুতে নিজেকে উৎসর্গের কথা ঘোষনা করে। ইহা মসীহ কর্তৃক চালু করা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর উপকারিতা সকল নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বাসীদের নিকট। তাদের আত্মিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য। তাদের আরও চুক্তি বন্ধ ও অঙ্গীকার বন্ধ হবার জন্য সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি যার জন্য তারা মসীহের নিকট দায়ী। একটি চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা মসীহ ও সহবিশ্বাসীদের সাথে তাদের যোগাযোগ সম্বন্ধের। (১কর. ১০:১৬,১৭,২১; ১কর. ১১:২৩-২৬)

৩০.২ এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মসীহকে তাঁর পিতার নিকট উৎসর্গ করা হয়নি অথবা অন্যকোন খাঁটি উৎসর্গও করা হয়নি পাপ মোচনের জন্য (মৃত : বা জীবিতদের)। ইহা একটি চিরস্থায়ী উৎসর্গের স্মরণমাত্র যা মসীহ করেছিলেন নিজেকে ক্রোসের উপর দিয়ে। এই স্মৃতির সঙ্গে থাকে প্রভুর প্রতি ক্যালভ্যারীর জন্য সমস্ত সম্ভাব্য প্রশংসার একটি উৎসর্গ। এই জন্য রোমান ক্যাথলিকদের খৃষ্ঠের ভোজ উৎসব উৎসর্গ ইহার নাম তারা যা দিয়েছে, তা সবচেয়ে জঘন্য মসীহের উৎসর্গের প্রতি অন্যায় যা মনোনীতদের সমস্ত

পাপের ক্ষমার একমাত্র উৎসর্গ। (মথি.২৬:২৬-২৮; ১কর. ১১:২৪; ইব্রা. ৯:২৫,২৬,২৮)

৩০.৩ প্রভু মসীহ এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁর দাসদের নির্যুক্ত করেছেন মদ ও রুটিকে আশীবাদ করতে ও প্রার্থনা করার জন্য (এইগুলোকে পবিত্র ব্যবহারের জন্য সাধারন থেকে আলাদা করে) এবং রুটি নিয়ে তা ভাঙ্গাতে, তারপর কাপ নিতে এবং উভয়ই ভোজ গ্রহনকারীদের দিতে, তাদের নিজেদের মধ্যেও আদান-প্রদান করতে। (১কর. ১১:২৩-২৬)

৩০.৪ লোকদের এই কাপ পরিহার করা তাদেরকে ইে"ছ স্থাপন করা অথবা এগুলোর উপাসনা করা অথবা এগুলোকে পুঁজার জন্য বহন করা, অথবা কোন ধর্মীয় ছলে ব্যবহার এর জন্য সংরক্ষন করা এর সমস্ত কিছুই এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রকৃতির ও মসীহের নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে। (যাত্র. ২০:৪,৫; মথি.১৫:৯; ২৬:২৬-২৮)

৩০.৫ এই ধর্মানুষ্ঠানে বাহ্যিক উপকরণ সমূহ সঠিকভাবে আলাদা ও ব্যবহার করতে হবে যে ভাবে, মসীহ নির্দেশ দিয়েছেন এত ঘনিষ্টভাবে চিত্রায়ন করে যেন তিনি ক্রোসে বিদ্ধ মাঝে মাঝে তারা যে সব জিনিসের প্রতিনিধিত্ব করে প্রকৃতপক্ষে তাদেরই বুঝানো হয় (কিন্তু ভাষার বর্ণনায়)। যেমন : মসীহের রক্ত ও দেহ। যা হোক মূলত : এবং প্রকৃত পক্ষে তারা সত্যই রুটি এবং মদ-ই থাকে যেমনটি আগে ছিল। (১কর.১১:২৬-২৮)

৩০.৬ এই মতবাদটি সাধারনত ভিন্ন পদার্থে পরিবর্তিত কারণ বলে অবহিত যা যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করে যে রুটি ও মদ মসীহের দেহ ও রক্তে পরিবর্তিত হয়, যখন কোন যাজক দ্বারা বা অন্য কোন ভাবে পবিত্র করা হয়। ইহা শুধুমাত্র বাক্যের বিরুধী নয় সাধারণ জ্ঞান ও যুক্তিরও বিরোধী। ইহা এই ধর্মানুষ্ঠানের প্রকৃতিটাকেই বিনষ্ট করে এবং উভয়ই কুসংস্কার ও লজ্জাজনক

মুর্তিপূঁজার কারণ হয়ে আসছে ও হ”ছ। (লুক.২৪:৬,৩১; প্রেরিত.৩:২১; ১কর.১১:২৪,২৫)

৩০.৭ উপযুক্ত ও গ্রহনকারীগণ এই ধর্মানুষ্ঠানে বাহ্যিকভাবে দৃশ্য উপাদান গ্রহন করে, বিশ্বাসে এইগুলো অভ্যন্তরীন ও আত্মীকভাবেও গ্রহণ করে। সত্য-সত্যই ও বাস্তবিকই কিন্তু ইন্দ্রিয়গত ও শারীরিকভাবে নয়, মসীহের ক্রোশেবিদ্ধ ও তাঁর মৃত্যু সমস্ত উপকারিতা সকল খেয়ে বেঁচে থাকা, মসীহের দেহ ও রক্ত ইন্দ্রিয়গতভাবে উপস্থিত নেই, কিন্তু ইহা এই ধর্মানুষ্ঠানে আত্মিকভাবে বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে উপস্থিত থাকে, যেমন ভাবে উপাদানগুলো তাদের বাহ্যিক অনুভূতির নিকট উপস্থিত। (১কর.১০:১৬; ১১:২৩-২৬)

৩০.৮ সমস্ত অজ্ঞ ও অধার্মিক লোক যারা মসীহের সাথে সহভাগিতা উপভোগে অনুপযুক্ত, একই ভাবে প্রভুর টেবিলের ও অযোগ্য এবং এই জন্য এই পবিত্র রহস্যে অংশগ্রহন অথবা এইভোজে অনুমোদিত হতে পারে না। যতক্ষন তারা ঐ অবস্থায় থাকে, যদি করে তবে তা হবে খোদার বিরুদ্ধে বিরাট পাপ। প্রকৃত পক্ষে যারা অযোগ্যভাবে গ্রহন করে তারা প্রভুর দেহ ও রক্তের দোষী হয় তা খেয়ে ও পান করে নিজেরা বিচারে দায়ে পড়ে। (মথি.৭:৬; ১কর.১১:২৯; ২কর.৬:১৪,১৫)

৩১.১ মৃত্যু ও পুণরুত্থানের পর মানুষের অবস্থা

মৃত্যু ও পুণরুত্থানের পর মানুষের দেহ ধূলিতে ফিরে যায় এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাদের আত্মা মরেও না, ঘুমায়ও না, একটি অমর অস্তত্ব তাৎক্ষণিকভাবে খোদার নিকট ফিরে যায় যিনি তাদের প্রদান করেছিলেন। তখন ধার্মিকদের আত্মা পবিত্রতায় পরিপূর্ণ করা হয়, পরমদেশে তাদের

গ্রহণ করা হয় যেখানে তারা মসীহের সাথে থাকবে, খোদার জ্যোতি ও গৌরবে তাঁর মুখ দর্শন করবে, এবং তাদের দেহের পূর্ন মুক্তির জন্য অপেক্ষা করবে। দুষ্টদের আত্মা নরকে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তারা যন্ত্রনায় ও অন্ধকারে থাকবে। মহান দিবসের বিচারের জন্য সংরক্ষিত। দেহ থেকে বি”ছন্ন হবার পর আত্মার জন্য এই দু'টি ছাড়া অন্য কোন জায়গার কথা বাক্য বলে না। (আদি. ৩:১৯; উপ. ১২:৭; লুক. ১৬:২৩,২৪; ২৩:৪৩; প্রেরিত. ১৩:৩৬; ২কর. ৫:১,৬,৮; ফিলি. ১:২৩; ইব্রা. ১২:২৩; ১পিতর.৩:১৯; এহুদা.৬:৭)

৩১.২ যে সমস্ত ধার্মিকগণ এখনও জীবিত আছে শেষ দিবসে তারা ঘুমাবে না কিন্তু পরিবর্তিত হবে। সমস্ত মৃর্তদেরকে উত্তোলন করা হবে তাদের নিজ ও একই দেহের সহিত এবং অন্য কাউকে নয়, যদিও ভিন্ন ভিন্ন গুন সহ এবং এই দেহগুলো আবার তাদের আত্মার সাথেএকত্রিত হবে অনন্ত কালের জন্য। (ইয়ো. ১৯: ২৬,২৭; ১কর. ১৫: ৪২, ৪৩, ৫১, ৫২; ১ থিষল. ৪: ৪৭)

৩১.৩ অপরাধীদের দেহ মসীহের ক্ষমতা দ্বারা উত্তোলিত হবে শাস্তি পাবার জন্য। ধার্মিকদের দেহ উত্তোলিত হবে তাঁর আত্মার দ্বারা পুরস্কৃত করার জন্য এবং তাঁর নিজ গৌরবান্বিত দেহের ন্যায় তাদেরকে করা হবে। (ইহো. ৫:২৮,২৯; প্রেরিত. ২৪:১৫; ফিলি.৩:২১)

৩২.১ শেষ বিচার

প্রভু একটি দিন নির্ধারণ করে রেখেছেন যখন তিনি ন্যায়-পরায়নতায় বিশ্বের বিচার করবেন মসীহের মাধ্যমে , যাকে পিতা কর্তৃক সমস্ত ক্ষমতা ও বিচারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঐদিনে শুধুমাত্র পতিত ফেরেশতাদেরই বিচার করা হবে না কিন্তু যে সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করেছে

তাদেরও। তারা মসীহের বিচারালয়ের সামনে উপস্থিত হবে তাদের চিন্তা, বাক্য ও কর্মের হিসাব দেয়ার জন্য এবং দেহে থাকা কালে কৃত কর্ম অনুসারে ভাল বা মন্দ গ্রহন করবে। (উপ. ১২:১৪; মথি. ১২:৩৬; ২৫:৩২-৪৬; ইহো. ৫:২২,২৭; প্রেরিত. ১৭:৩১; রোম. ১৪:১০,১২; ১কর. ৬:৩; ২কর. ৫:১০; এহুদা.৬)

৩২.২ খোদা ঐ শেষ দিন নির্ধারন করেছেন মনোনীতদের অনন্ত নাজাতের তাঁর দয়া ও গৌরব প্রকাশের জন্য এবং তাঁর ন্যায় বিচার পরিত্যাগকারীদের অনন্ত ধ্বংসের মধ্য দিয়ে প্রকাশের জন্য যারা দুষ্ঠ ও অবাধ্য তাদের ক্ষেত্রে। তখন ধার্মিকেরা চিরস্থায়ী জীবনে প্রবেশ করবে এবং প্রভুর উপস্থিতিতে পূর্ণ আনন্দ ও গৌরব লাভ করবে চিরস্থায়ী পুরস্কারসহ। কিন্তু দুষ্টদেরকে যারা প্রভুকে জানে না এবং মসীহের সুসমাচার পালন করে নাই, চিরস্থায়ী যন্ত্রনায় তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে এবং খোদার উপস্থিতি ও তাঁর ক্ষমতার গৌরব হতে চির স্থায়ী ধ্বংস দ্বারা তাদের শাস্তি দেয়া হবে। (মথি. ২৫:২১,৩৪,৪৬; মার্ক. ৯:৪৮; রোম. ৯:২২,২৩; ২থিষল.১:৭-১০; তীম.৪:৮)

৩২.৩ যেহেতু মসীহ আমাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস জন্মিয়েছেন যে শেষ বিচারের দিন আছে, উভয় উদ্দেশ্যে সমস্ত মানুষকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে ও সমস্ত প্রভু ভক্তদের দু:খ কষ্টে মহা সান্তনা দেয়ার জন্য, এই জন্য তিনি সমস্ত মানুষের নিকট হতে ঐ দিন তারিখ অজ্ঞাত রেখেছেন যেন তারা জগতের সমস্ত নিরাপত্তা হতে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে এবং সর্বদা সতর্ক থাকতে পারে, কারণ তারা জানে না কোন মুহূর্তে প্রভু আসবেন। সুতরাং মানুষ হয়ত এভাবে প্রভাবান্বিত হতো যে কখনো তারা বলত "মসীহ আস, তাড়াতাড়ি আস প্রভু মসীহ।" আমেন। (মার্ক.১৩:৩৫-৩৭;

লূক.১২:৩৫-৪০; ২কর. ৫:১০,১১; ২থিষল.১:৫-৭; প্রকা.২২:২০)

সমাপ্ত